Contents

দ্বি-মাসিক

সোনামণি প্রতিভা

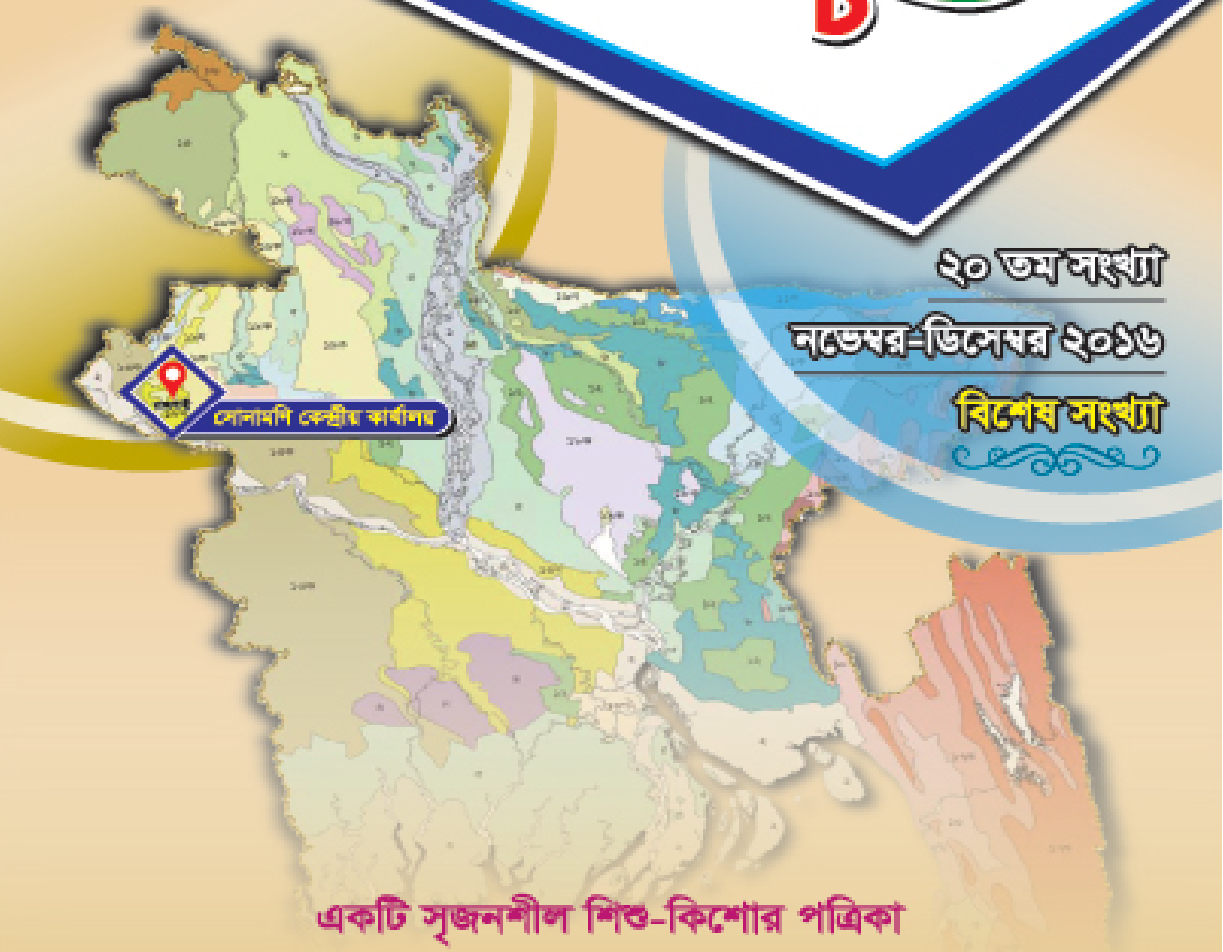

২০ তম সংখ্যা

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৬

বিশেষ সংখ্যা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

Contents

দ্বি-মাসিক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

২০ তম সংখ্যা
নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৬

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

উপদেষ্টা সম্পাদক

অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম

সম্পাদক

মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

নির্বাহী সম্পাদক

রবীউল ইসলাম

কম্পোজ ও ডিজাইন :

শরীফুল ইসলাম

যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : ১০ (দশ) টাকা মাত্র।

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
সম্পাদকীয়	২
কুরআনের আলো	৩
হাদীছের আলো	৪
প্রবন্ধ	৫
হাদীছের গল্প	২৩
এসো দো'আ শিখি	২৭
সোনামণিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা	২৯
গল্পে জাগে প্রতিভা	২৯
অজানা কথা	৩১
কবিতাগুচ্ছ	৩২
একটুখানি হাসি	৩৪
আমার দেশ	৩৫
সাহিত্যাঙ্গন	৩৬
মতামত ও প্রশ্নোত্তর	৩৭
বহুমুখী জ্ঞানের আসর	৩৭
রহস্যময় পৃথিবী	৩৯
দেশ পরিচিতি	৪২
যেলা পরিচিতি	৪৩
আন্তর্জাতিক পাতা	৪৩
সংগঠন পরিক্রমা	৪৪
প্রাথমিক চিকিৎসা	৪৬
ভাষা শিক্ষা	৪৭
কুইজ	৪৭

সম্পাদকীয়

সদাচরণ

মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হল তার চরিত্র। মানুষের ইহকালীন জীবনে মান-সম্মান, উন্নতি ও মর্যাদা এবং পরকালীন জীবনে মুক্তি ও সফলতা চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। দুনিয়াবী শান-শাওকত, টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, শক্তি-সামর্থ্য বা রূপ-সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষের প্রকৃত পরিচয় নিহিত থাকে না; বরং তার প্রকৃত পরিচয় নিহিত থাকে সচ্চরিত্রের মধ্যে। সচ্চরিত্রের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সদাচরণ বা উত্তম ব্যবহার অন্যতম। যে ব্যক্তি মানুষের সাথে সদাচরণ বা নম্র-ভদ্র ব্যবহার করতে জানে, সে সমাজের সর্বত্র সমাদৃত হয়। তার বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীর অভাব হয় না। সকলেই তাকে অন্তর থেকে ভালবাসে।

আমাদের একমাত্র আদর্শ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন সর্ব প্রকার মানবিক গুণে গুনান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁর প্রশংসায় বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী' *(ক্বলম ৬৮/৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি প্রেরিত হয়েছি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য' *(হাকেম হা/৪২২১)*। ইসলামী আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় সদাচরণ অত্যন্ত আবশ্যক গুণ। নম্র-ভদ্র ব্যবহার, উত্তম আচরণ এবং ক্ষমার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় ও তাতে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করা যায়। এ গুণের মাধ্যমে আদর্শের বিস্তার ঘটে ও সমাজের পরিবর্তন সাধিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষের সাথে ভাল আচরণ করতেন। তাঁর বিনয়ী আচরণ, ক্ষমাশীলতা ও অতুলনীয় ব্যক্তি মাধুর্যের প্রভাবেই বিভিন্ন গোত্র নেতা এবং রুক্ষ স্বভাবের মরুচারী আরবরা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাইতো মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূলের উত্তম ব্যবহারের বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'আর আল্লাহ্র রহমতেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমল হৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হতে, তাহলে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি কি তোমাদের এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জানিয়ে দেবনা, যার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়, আর আগুনও তাকে স্পর্শ করতে পারে না? এমন ব্যক্তি হলেন যার মেযাজ নরম, স্বভাব কোমল, মানুষের সাথে মিশুক এবং চরিত্র সহজ-সরল' *(আহমাদ হা/৩৯৩৮; মিশকাত হা/৫০৮৪)*। তিনি আরো বলেন, 'যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাকে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৬৯)*। তাই সদাচরণ, বিনয়-নম্রতা ও ভদ্রতার মত উত্তম গুণ অর্জনের পাশাপাশি যাবতীয় হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ব-অহংকার, প্রতারণা ইত্যাদি বদ স্বভাব থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। অতীতে ইসলামের সোনালী যুগে মুসলিম জাতির প্রভাব প্রতিপত্তি, উন্নতি ও বিশ্ব বিজয়ের মূলে কারণ ছিল পারস্পরিক মহব্বত-ভালবাসা, আদর্শিক দৃঢ়তা ও বিদ্বেষ মুক্ত হৃদয়ের সুদৃঢ় বন্ধন। মক্কার মুহাজির ও মদীনার আনছারগণের পারস্পরিক ভালবাসা, উত্তম আচরণ ও অনন্য ত্যাগের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। এমনকি যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম সৈনিক তার পানি প্রার্থী ভাইকে বাঁচানোর স্বার্থে পানি পান না করে তাকে দিয়ে নিজে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে উত্তম আচরণ ও মানবতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। বিশ্ব ইতিহাসে এর কোন তুলনা নেই। তাই সোনামণি! তোমাদেরকে কথা, কাজ ও সার্বিক ক্ষেত্রে সদাচরণের সর্বোচ্চ নমুনা প্রদর্শন করতে হবে। তবেই কাঙ্ক্ষিত সফলতা ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

কুরআনের আলো

বিষয় : জাহান্নাম

(১) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ - عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ - تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً - تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ - لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ - لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ-

(১) 'যেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে ভীত-নমিত, ক্লিষ্ঠ, ক্লান্ত। তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। ফুটন্ত ঝর্ণা হ'তে তাদের পান করানো হবে। বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত শুকনা যরী' ঘাস ব্যতীত তাদের কোন খাদ্য জুটবে না। যা তাদের পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও মিটাবে না' *(গাশিয়াহ ৮৮/২-৭)*।

(২) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ - فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ - نَارٌ حَامِيَةٌ-

(২) 'আর যার ওযনের পাল্লা হালকা হবে। তার ঠিকানা হবে 'হাভিয়াহ'। তুমি কি জানো তা কি? প্রজ্বলিত অগ্নি' *(ক্বারে'আহ ১০১/৮-১১)*।

(৩) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا - لِلطَّاغِينَ مَآبًا - لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا - لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا - إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا - جَزَاءً وِفَاقًا - إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا - وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا - وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا - فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

(৩) 'নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পেতে আছে। সীমালংঘনকারীদের ঠিকানা রূপে। সেখানে তারা অবস্থান করবে যুগ যুগ ধরে। সেখানে তারা আস্বাদন করবে না শীতলতা কিংবা পানীয়। কেবল ফুটন্ত পানি ও দেহনিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত। যথার্থ কর্মফল হিসাবে। নিশ্চয় তারা (আখেরাতে) জওয়াবদিহিতার আশা করত না। এবং আমাদের আয়তসমূহে তারা পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত। আর আমরা তাদের কর্ম গুণে গুণে লিপিবদ্ধ করেছি। অতএব তোমরা স্বাদ আস্বাদন কর। আর আমরা এখন তোমাদের কিছুই বৃদ্ধি করব না কেবল শাস্তি ব্যতীত' *(নাবা ৭৮/২১-৩০)*।

(٤) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى

(৪) 'অতঃপর সেখনে সে মরবেও না, বাঁচবেও না' *(আ'লা ৮৭/১৩)*।

(٥) إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ - طَعَامُ الْأَثِيمِ - كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ - كَغَلْيِ الْحَمِيمِ - خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ - ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ -

(৫) 'নিশ্চয় যাক্কূম গাছ হবে পাপীদের খাদ্য। গলিত তামার মত। এ খাদ্য পেটের মধ্যে এমনভাবে উথলে উঠবে, যেমন টগবগ করে ফুটন্ত পানি। (ফেরেশতাদের বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মাঝখানে। তারপর ঢেলে দাও তার মাথার উপর টগবগ করা ফুটন্ত পানি' *(দুখান ৪৪/৪৩-৪৯)*।

হাদীছের আলো

বিষয় : জাহান্নাম

(১) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَيَنْزَوِى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ-

(১) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নামে অনবরত মানুষ ও জ্বিনকে নিক্ষেপ করা হবে। তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে, আর কিছু আছে কি? এভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর পবিত্র পা তার উপর না রাখবেন। তখন জাহান্নামের একাংশ অপর অংশের সাথে মিলে যাবে এবং বলবে তোমার মর্যাদা ও অনুগ্রহের কসম! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৯৫)*।

(২) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا-

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের ব্যবহৃত আগুনের উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র'। বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! জাহান্নামীদের শাস্তি প্রদানের জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। নবী (ছাঃ) বললেন, 'দুনিয়ার আগুনের উপর তার সমপরিমাণ তাপ সম্পন্ন জাহান্নামের আগুন আরো ঊনসত্তরগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৬৫)*।

(৩) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا-

(৩) নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তি ঐ ব্যক্তির হবে, যাকে আগুনের ফিতাসহ দু'টি জুতা পরানো হবে। এতে তার মাথার মগজ এমনভাবে ফুটতে থাকবে যেমন জ্বলন্ত চুলার উপর তামার পাত্র ফুটতে থাকে। সে মনে করবে তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কেউ ভোগ করছে না। অথচ সেই হবে সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৬৭)*।

প্রবন্ধ

(১)
সালাম

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সালাম (سَلَامٌ) শব্দটি আরবী যা শান্তি, সুখ, নিরাপত্তা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আমরা বললাম, হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও’ *(আম্বিয়া ২১/৬৯)*। এছাড়াও সালাম শব্দটি ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট থাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ বলেন, করুণাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে (অর্থাৎ জান্নাতীদেরকে) বলা হবে ‘সালাম’ *(ইয়াসীন ৩৬/৫৮)*।

সালামের সূচনা :

মানব সৃষ্টির সূচনাতেই সালামের প্রচলন ঘটে। আল্লাহ তা‘আলা আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করে বললেন, ‘যাও এবং ফেরেশতাদের ঐ দলটিকে সালাম কর। আর তারা তোমার সালামের কি জবাব দেয় তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর। কেননা এটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালাম ও তার প্রত্যুত্তর’ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬২৮)*।

সালামের গুরুত্ব :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাক্ষাতে অভিবাদন জ্ঞাপনের জন্য যে বাক্য অর্থাৎ আস-সালামু আলায়কুম (اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ) প্রচলন করেছেন উহা অন্যান্য জাতির আবিষ্কৃত বা প্রচলিত শব্দের চেয়ে মানগত ভাবে অনেক ঊর্ধ্বে। যেমন হিন্দু সম্প্রদায়ের আদাব-নমস্কার, রাম-রাম; ইহূদী-খ্রিস্টান বা পাশ্চাত্য জাতিসমূহের গুড মর্নিং, গুড আফটার নূন, গুড নাইট ইত্যাদি শব্দের মধ্যে একদিকে যেমন মানগত মর্যাদা নেই, তেমনি অর্থের দিক দিয়ে কোন ব্যাপকতা নেই। পক্ষান্তরে ইসলামী অভিবাদন সালামে রয়েছে পারস্পরিক দো‘আ ও কল্যাণ কামনা। সালাম শব্দের অন্তর্নিহিত বরকতের ফলে উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠে আন্তরিক সম্পর্ক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘যখন তারা (জান্নাতীরা) জান্নাতের নিকট পৌঁছবে এবং এর দরজা সমূহ খুলে দেয়া হবে; জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও’ *(যুমার ৩৯/৭৩)*। এতে বুঝা যায় যে, সালামের দ্বারা সৃষ্টি হয় শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ। আর দূর হয় হিংসা-বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য। সালাম করলে অপরিচিত ব্যক্তির মধ্যেও দয়ার উদ্রেক হয় এবং ভালবাসা জন্মে। মোট কথা সালামের মাধ্যমে যে পারস্পরিক মহব্বত জন্মে ও ভালবাসা সৃষ্টি হয় তা সম্পূর্ণ সত্য ও অতিবাস্তব।

সালাম প্রদানের আদব :

স্বভাবতই মানুষের অন্তরে অবস্থার পরিবর্তনে কিছু গর্ব-অহংকার জেগে উঠে। কিন্তু অহংকার আল্লাহ তা‘আলার কাছে অতি ঘৃণিত। তিনি বলেন, ‘আর অহংকারবশে তুমি মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং যমীনে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে ভালবাসেন না’ *(লোকমান ৩১/১৮)*। একজন পথচারীর তুলনায় কোন আরোহী ব্যক্তি নিজেকে উন্নত অবস্থায় দেখলে স্বভাবতই তার মনে অহংকার জন্ম নিতে পারে, তাই তার সুপ্ত গর্বকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে ও বিনয় প্রকাশে আরোহী ব্যক্তি পথচারীকে সালাম প্রদান করবে। আর চলমান ব্যক্তি উপবিষ্টকে, অধিক সংখ্যক লোক অল্প সংখ্যককে; অনুরূপভাবে ছোটরা বড়দেরকে

সালাম প্রদান করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আরোহী ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলা ব্যক্তিকে এবং হেঁটে চলা ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে ও কম সংখ্যক ব্যক্তি অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'ছোটরা বড়দেরকে সালাম প্রদান করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৩)*।

সালাম দিয়ে কথা শুরু :

ইবনু উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কথা বলার পূর্বে সালাম হতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সালামের পূর্বেই কথা বলা শুরু করবে, তোমরা তার কথার উত্তর দিও না' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮১৬)*।

আগে সালাম প্রদানকারীর মর্যাদা :

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র নিকটে মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে ব্যক্তি আগেই সালাম প্রদান করে' *(আবু দাঊদ হা/৫১৯৭, মিশকাত হা/৪৬৪৬)*।

সালাম জান্নাত লাভের উপায় :

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ঈমান গ্রহণ করবে। আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবেনা; যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলে দিব না যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? তা হল, তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩১)*।

সালাম দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পায় ও সহানুভূতিশীল মনোভাব সৃষ্টি হয়। ফলে সালাম মুসলিম ভ্রাতৃত্বের এক মহান আদর্শ চালু করে দেয়। এতে আল্লাহ্র নিকট বান্দাগণ প্রিয় হয়ে উঠে এবং ঈমানের পূর্ণতা আসে। আর এভাবে একজন পূর্ণাঙ্গ মুমিন সালামের মাধ্যমে জান্নাতের পথ সুগম করেন।

হাদীছের প্রয়োগ ও শিক্ষা :

সালামের দ্বারা পরিচিতের সাথে পরিচয় আরো সুদৃঢ় হয়। আন্তরিক সম্পর্ক গভীর হয়। মনের কালিমা দূরীভূত হয়ে তদস্থলে মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়। কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে সালাম প্রদান না করলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না, যে তার প্রতি ঐ ব্যক্তির মনোভাব কেমন? এ হিসাবে বলা যায়, সালাম হল অন্তরের অবস্থা জানার প্রতীক। আর অপরিচিত ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করলে নতুন ভাবে তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের যোগ সূত্রের সূচনা হয়। সর্বোপরি সালাম করা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত।

অমুসলিমদের প্রতি সালাম :

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা ইহূদী নাছারাদেরকে আগে সালাম দিবে না এবং রাস্তায় চলার পথে যখন তাদের কারো সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়, তখন তাদেরকে রাস্তার সংকীর্ণ পাশ দিয়ে যেতে বাধ্য করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৫)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ইহূদীরা যখন তোমাদের সালাম করে তখন তারা বলে 'আস্সামু আলায়কা' (তোমার মৃত্যু হোক) সুতরাং জবাবে তুমি বলবে 'ওয়া আলায়কা' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৬)*।

শিশুদের প্রতি সালাম :

আনাস (রাঃ) বলেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কতিপয় বালকের নিকট দিয়ে অতিক্রম কালে

তাদেরকে সালাম প্রদান করলেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৪)*।

রাসূল (ছাঃ) বয়সে বড় হলেও বালকদের সালাম প্রদান করেছেন কেন? এর জবাবে বলা যায়

১. বালকদের সালাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি প্রথমে সালাম দিয়েছেন।

২. রাসূল (ছাঃ) সর্বদা আগে সালাম দিতেন, সে লক্ষ্যে এখানেও প্রথমে সালাম প্রদান করেছেন।

৩. হাদীছের বর্ণনা মতে, গমনকারী বসা ব্যক্তিকে সালাম দিবেন, সে জন্যে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে সালাম দিয়েছেন।

৪. কম সংখ্যক অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করবে। এখানে বালকেরা বেশী ছিল। আর রাসূল (ছাঃ) ছিলেন একা।

উল্লেখ্য, উপরের বর্ণনা হতে আমরা স্পষ্ট হলাম যে, আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে চলা ব্যক্তিকে, পদব্রজ চলা ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে, কম সংখ্যক ব্যক্তি অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে এবং ছোটরা বড়দেরকে সালাম প্রদান করবে। তবে তা ফরয বা ওয়াজিব নয় বরং আদব। কেউ যদি এর উল্টো করে তাহলেও সে পুণ্যের অধিকারী হবে। অনেক জায়গায় এর বাস্তব ক্ষেত্র দেখা যায়। যেমন একাধিক ছাত্রের সাথে একজন শিক্ষকের সাক্ষাৎ হলে দূর হতে ছাত্ররাই প্রথমে শিক্ষককে সালাম দেয় এবং কুশল বিনিময় করে।

নারীদের প্রতি সালাম :

জাবির (রাঃ) বলেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কতিপয় মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং তাদেরকে সালাম দিলেন' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৪৬৪৭)*।

বাড়ীতে প্রবেশের সময় সালাম :

বাড়ীতে প্রবেশের সময় সালাম প্রদান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্য কারো ঘরে তাদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না; এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে' *(নূর ২৪/২৭)*।

সালাম প্রদানের সময় ও স্থান :

সালাম প্রদানের কোন সময় বা স্থান নেই। বরং পরস্পরে সাক্ষাৎ হলেই সালাম প্রদান করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কারো কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়, তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। অতঃপর যদি তাদের উভয়ের মাঝখানে কোন বৃক্ষ, প্রাচীর কিংবা পাথরের আড়াল হয়, পরে পুনরায় সাক্ষাৎ হয় তখনো যেন সালাম প্রদান করে' *(আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৫০)*। উল্লেখ্য যে, পানাহারের সময় সালাম দিতে হয় না বলে যে কথা প্রচলিত আছে তার কোন ভিত্তি নেই। এমন কি পেশাব-পায়খানায় রত ব্যক্তিকেও সালাম প্রদান করা যাবে। তবে সে পরে উত্তর দিবে *(আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৭)*।

মুছাফাহা বা হাত মিলানো :

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ পরস্পরে সাক্ষাৎ করলে মুছাফাহা করতেন এবং কোন সফর থেকে আসলে কাঁধে কাঁধ মিলাতেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৪৭)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'যখন দু'জন মুসলিমের পরস্পর সাক্ষাত হয় এবং তারা মুছাফাহা করে তখন তারা পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়ের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৭৯)*।

নিরাপদ থাকা :

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা পরস্পরে সালামের প্রচলন কর, তাহলে নিরাপদে থাকবে' *(আত-তারগীব হা/২৬৯৬)*।

বড় কৃপণ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় কৃপণ সেই, যে সালাম প্রদানে কৃপণতা করে' *(আত-তারগীব হা/২৭১৪)*।

সালামের ফযীলত :

ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) বলেন, 'এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আসল এবং বলল, اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ 'আসসালামু আলায়কুম' (অর্থাৎ আপনার বা আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক) তিনি তার সালামের উত্তর দিলেন, তারপর সে বসে পড়ল। তখন নবী কারীম (ছাঃ) বললেন, এ লোকটির জন্য দশটি নেকী লেখা হয়েছে। অতঃপর আর একজন ব্যক্তি আসল এবং বলল, اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله 'আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' (অর্থাৎ আপনার বা আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক) নবী করীম (ছাঃ) উত্তর দিলেন, আর বললেন, এ লোকটির জন্য বিশ নেকী লেখা হয়েছে। অতঃপর আরও একজন ব্যক্তি আসল এবং বলল, اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ 'ওয়া আলাইকুমুস সালা-মু ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকাতুহূ' (অর্থাৎ আপনার বা আপনাদের উপরেও শান্তি এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া সমূহ বর্ষিত হৌক) নবী করীম (ছাঃ) উত্তর দিলেন, আর বললেন, এ লোকটির জন্য ত্রিশ নেকী লেখা হয়েছে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৪)*। তাই সোনামণি! তোমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ বাস্তবায়ন ও জান্নাত পাওয়ার আশায় বেশী বেশী সালাম প্রদান করবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

(২)
বন্ধুত্ব

লিলবর আল-বারাদী
যশপুর, তানোর, রাজশাহী।

ভূমিকা : একজন ভাল বন্ধু, জীবনের অমূল্য সম্পদ। সুন্দর জীবনের জন্য সৎ বন্ধু গ্রহণ ও অসৎ বন্ধু ত্যাগ করতে হবে। কোন ব্যক্তিকে জানতে ও বুঝতে চাইলে তার বন্ধুমহল কেমন তা দেখতে হবে। সৎ বন্ধু দ্বারা সামান্যতম হলেও ভালো কিছু আসা করা যায়। এমনকি যদি তার অজান্তে কোন ক্ষতি হয়, তবে সে বন্ধু ব্যথিত হয়ে তার সমাধান করার চেষ্টা করে, সান্ত্বনা দেয়। তাই সৎ বন্ধু ও সত্যবাদী সাথীদের সাথে থাকার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)* ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী *(তওবাহ ৯/৭১)*।

সৎ বন্ধু গ্রহণ করা :

সৎ, চরিত্রবান ও মুসলমানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুসলমানদের বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহ্র প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে'? *(নিসা ৪/১৪৪)*। 'হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম' *(ফুরকান ২৫/২৮)*।

উত্তম চরিত্রের অধিকারী সাথীই হল ভাল বন্ধু। তাদের কাছে একে অপরের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। তারা একে অপরের নিকট বিশ্বস্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কিয়ামতের দিন মুমিনের মীযানের পাল্লায় সর্বাধিক ভারী হবে তার উত্তম চরিত্র। আর আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন অশ্লীলভাষী ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির প্রতি' *(আবু দাঊদ হা/৫০৯৫; মিশকাত হা/২৪৪৩)*। তিনি আরো বলেন, 'কিয়ামতের দিন আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং সর্বাপেক্ষা নিকটতর আসনের অধিকারী হবে ঐ সব লোক, যাদের চরিত্র সুন্দর' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭৪)*।

নিজেকে চরিত্রবান, ধৈর্যশীল, বিনয়ী ও মিষ্টভাষী হতে হবে এবং ভাল, উত্তম ও চরিত্রবান বন্ধু গ্রহণ করতে হবে। সৎ ও চরিত্রবান বন্ধুর গুণ হল পরস্পরকে সালাম করা, হাসিমুখে কথা বলা, ওয়াদা ও চুক্তি রক্ষা করা। পারস্পরিক লেনদেনে বিশ্বস্ত থাকা। ঝগড়ার বিষয়ে আপোষকামী থাকা। হাক্কুল্লাহ আদায়ের ব্যাপারে সদা যত্নশীল থাকা। এছাড়াও ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি যথাযথভাবে আদায় করা। সে আল্লাহর নে'মতের শুকরিয়া আদায় করবে, তাঁর প্রতি সর্বদা ভরসাকারী থাকবে এবং যে কাজ করলে তিনি খুশী হন, সর্বদা সে কাজে অগ্রণী থাকবে। আর সৎ ব্যক্তি সাথী হ'লে সর্বদা সে তার সাথীকে ভাল পথে চলার জন্য বলে থাকে। সুতরাং সৎ নেককার ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করা এবং ভাল মানুষকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা মুমিনের কর্তব্য। শিক্ষার বিষয়বস্তু যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সোনামণিদের বন্ধু কারা, সেদিকেও দৃষ্টি রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মানুষ তার বন্ধুকে অনুসরণ অনুকরণ করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ১. اَلْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ 'মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে উঠে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০১৯)*।

২. اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ 'মুমিন ব্যক্তি হয় সরল ও ভদ্র। পক্ষান্তরে পাপী ব্যক্তি হয় ধূর্ত ও চরিত্রহীন' (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৫)। অতএব তোমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত কার সাথে বন্ধুত্ব করবে' *(তিরমিযী হা/২৩৭৮; আবু দাউদ হা/৪৮৩৩; মিশকাত হা/৫০১৯)*।

৩. لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِىٌّ 'ঈমানদার ব্যতীত কাউকে সাথী বানিয়ো না। আর আল্লাহভীরু ব্যতীত কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়' *(তিরমিযী হা/২৩৯৫; আবুদাঊদ হা/৪৮৩২; মিশকাত হা/৫০১৮)*।

মু'আল্লাক্বা খ্যাত কবি ত্বরাফাহ আল-বিকরী বলেন, عَنِ الْمَرْءِ لاَ تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِيْنِهِ + فَكُلُّ قَرِيْنٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِيْ 'ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, বরং তার বন্ধু সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। কেননা প্রত্যেক বন্ধু তার বন্ধুর অনুসরণ করে থাকে' *(দীওয়ানে ত্বরাফাহ পৃঃ ২০। গৃহীত : দরসে হাদীছ : ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মাসিক আত-তাহরীক, ১৭ তম বর্ষ, ১০ সংখ্যা, জুলাই ২০১৪)*।

অসৎ বন্ধু ত্যাগ করা :

অসৎ ও চরিত্রহীন ব্যক্তি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা উচিৎ নয়। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, 'মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না' *(মুমতাহিনা ৬০/১)*। ঐসব চরিত্রের লোকেরা কেবল তাদেরই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে এবং ঈমানদার মুসলমানকে বিতাড়িত করে ও তাদের সাথে যুদ্ধ করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে,

তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং বহিষ্কার কার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই যালেম' *(মুমতাহিনা ৬০/৯)*। মোদ্দাকথা মহান আল্লাহ যাদের প্রতি রুষ্ট তাদেরকে বন্ধু বানানো অনুচিত। মহান আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! আল্লাহ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে যেমন কবরস্থ কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে *(মুমতাহিনা ৬০/১৩)*।

যখন কোন ব্যক্তির সাথী অসৎ হয় তখন তাকেও অসৎ পথে চলার পথ দেখায়। যে কোন ব্যক্তি বন্ধু নির্বাচন করার পূর্বে অবশ্যই যেন সে লক্ষ্য করে তার দ্বীন, আমানত ও আক্বীদার প্রতি। যদি সে দেখতে পায় যে, তার দ্বীন ও আমানত ঠিক এবং সে সঠিক আক্বীদায় বিশ্বাসী, তাহলে তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), তাঁর ছাহাবীগণ ও সালাফে ছালেহীনের প্রতি লক্ষ্য করি এবং তাঁদের আদর্শে জীবন গড়ি। পক্ষান্তরে ফেরাঊন, নমরূদ ও হামানের মত যারা, তাদের থেকে সাবধান হই। অতএব যে সৎ ব্যক্তিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে, সে তার ফল পাবে। আর যে অসৎ ব্যক্তিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে সে সেদিকেই যাবে যেদিকে তার বন্ধু যাবে। ফলে সে অসৎ বন্ধুর নিকট থেকে সামান্যতম হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভাল বন্ধু ও অসৎ বন্ধুর সঙ্গ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সৎ সঙ্গ ও অসৎ সঙ্গের দৃষ্টান্ত হচ্ছে কস্তুরি বিক্রেতা ও কামারের হাপরে ফুঁকদানকারীর মত। কস্তুরি বিক্রেতা হয়ত তোমাকে এমনিতেই কিছু দিয়ে দিবে, অথবা তার নিকট থেকে কিছু ক্রয় করবে অথবা সুঘ্রাণ পাবে। আর অসৎ সঙ্গের দৃষ্টান্ত কামারের হাপরে ফুঁকদানকারীর মত। সে হয়তো তোমার কাপড় জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিবে নতুবা তুমি তার নিকট থেকে দুর্গন্ধ তো পাবেই' *(বুখারী হা/৫৫৩৪)*।

কাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবেনা সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

১. 'হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না' *(মায়েদাহ ৫/৫১)*।

২. 'আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা আল্লাহ্র গযবে নিপতিত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা তোমাদের দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও দলভুক্ত নয়। তারা জেনেশুনে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে' *(মুজাদালহ ৫৮/১৪)*।

দায়িত্ববান বন্ধু হওয়া :

ভাল বন্ধুর বৈশিষ্ট্য হ'ল তারা একে অপরের প্রতি দায়িত্ববান। সকলে সকলের প্রতি দায়িত্ববান আচরণ করবে। তারা কেউ কাউকে অসম্মান করবে না, যুলুম করবে না, লজ্জিত করবে না, এবং সে অযথা রেগে যাবে না। বন্ধুদের কেউ অসুস্থ হ'লে অন্যের দায়িত্ব পড়ে যায় তাকে দেখাশুনা ও চিকিৎসা করার, কষ্ট পেলে সান্ত্বনা দেয়া ও বিপদে সাহায্য করার। একজন বন্ধু কোন বিপদে পড়লে তাকে সেখান থেকে উদ্ধারের সঠিক চেষ্টা করা। যদি তার পরিবার বিপদে পড়ে তবে সামাজিকভাবে সাহায্য করা। এমনকি একটা পশুর সাথে বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ করা ও তার বিপদে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়া সমাজের মানুষের কর্তব্য। কেননা 'বিগত যুগে একজন বেশ্যা মহিলা একটা পিপাসিত কুকুরকে পানি পান করানোয় কুকুরটি বেঁচে যায়। এতে খুশী হয়ে মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন ও সে জান্নাতবাসী হয়' *(হাকেম ৩/২৬২, ছহীহুল*

জামে' হা/৩০৫৬)। এর বিপরীতে আরেকজন মহিলা একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে না খেতে দিয়ে কষ্ট দিলে সে মারা যায়। এর ফলে ঐ মহিলা জাহান্নামী হয় *(বুখারী হা/৩৩১৮)*।

সেই উত্তম বন্ধু, যে মর্যাদা বুঝে কাজ করে অর্থাৎ বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বড়দের মর্যাদা বুঝে না ও ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে না, সে মুসলমানদের দলভুক্ত নয়' *(তিরমিযী হা/২৮১৯; মিশকাত হা/৪৩৫০)*। বন্ধুগণ পরস্পরের প্রতি রহমদিল হবেন এবং নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ পালন করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যমীনবাসীর উপর রহম কর, আসমানবাসী আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৬)*। 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(মুসলিম হা/২০১৮)*।

এভাবে উত্তম সমাজে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি দায়িত্বশীল হবে এবং একে অপরের জান-মাল ও ইযযত রক্ষার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে। এর বিনিময় সে আল্লাহ্র কাছে জান্নাত কামনা করবে।

বন্ধুদের প্রতি করণীয় :

ক. বন্ধুদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করা : একজন মুসলমান হিসাবে অপর দ্বীনী মুসলিম ভাই বা বন্ধুর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা উচিত। এই সৌজন্য সাক্ষাৎ ও যোগাযোগের মাধ্যমে একদিকে যেমন পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা বাড়ে, তেমনি মহান আল্লাহও খুশি হন। ফলে উভয়ের জন্য জান্নাত লাভের পথ সুগম হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক ব্যক্তি অন্য এক গ্রামে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হ'ল। মহান আল্লাহ তার যাবার পথে একজন ফেরেশতা বসিয়ে রাখলেন। লোকটি যখন সেখানে পৌঁছল, তখন ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, ঐ গ্রামে একজন ভাই আছে, তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, তার কাছে তোমার কোন অনুগ্রহ আছে কি, যার বিনিময় লাভের জন্য তুমি যাচ্ছ? সে বলল না, আমি তাকে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসি। তখন ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমার কাছে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ ভালবাসেন, যেরূপ তুমি আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যে তাকে ভালবাস' *(মুসলিম হা/২৫৬৭; মিশকাত, হা/৫০০৭)*।

খ. রুগ্ন বন্ধুকে দেখতে যাওয়া :

মানব জীবনে বিপদ-আপদের যতগুলো ক্ষেত্র আছে, তার মধ্যে অসুস্থতা অন্যতম। দুনিয়াবী জীবনে মানুষ যে কত বড় অসহায়, তার বাস্তব উপলব্ধি ঘটে অসুস্থ অবস্থায়। এমত পরিস্থিতিতে কোন শত্রুও যদি দেখা করতে আসে বা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে, তবে সে তাকে আর শত্রু মনে করে না। সে তখন তার নিকটে পরম বন্ধুতে পরিণত হয় এবং তার অন্তরে তার জন্য আলাদা একটা স্থানও তৈরী হয়ে যায়। তাই রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া বা সাধ্যমত তার দেখাশুনা করা বন্ধুত্ব বৃদ্ধির একটা বড় উপায়। রুগ্ন ব্যক্তির দেখাশুনার বিষয়টিকে ইসলামী শরী'আত অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عُوْدُوا الْمَرِيْضَ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ، تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ 'রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে এবং জানাযার অনুসরণ করবে (কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করবে) তাহ'লে তা তোমাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫১৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৮১)*। একজন মুসলমানের প্রতি

অপর মুসলমানের হক্ব বা কর্তব্য সম্পর্কে যে কয়েকটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর প্রত্যেকটিতে عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ তথা 'রোগীর পরিচর্যার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়াও ক্বিয়ামতের ময়দানে রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে মহান আল্লাহ নিজেই আদম সন্তানকে জিজ্ঞেস করবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি রুগ্ন ছিলাম তুমি পরিচর্যা করনি' *(মুসলিম হা/২৫৬৯; মিশকাত হা/১৫২৮)*। রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের সহজ উপায়। যতক্ষণ পর্যন্ত রোগীর পরিচর্যা করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি রহমতের মাঝে অবস্থান করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيْضًا خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ، حَتَّى إِذَا قَعَدَ اسْتَقَرَّ فِيْهَا 'যদি কোন ব্যক্তি কোন রোগীর পরিচর্যা করে, সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয়, এমনকি সে যখন সেখানে বসে পড়ে, তখন তো রীতিমতো রহমতের মধ্যেই অবস্থান করে' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫২২)*। অন্য হাদীছে বলা হয়েছে (১) كَانَ فِيْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি তার কোন রুগ্ন ভাইকে দেখতে যায়, সে জান্নাতের ফলমূলের মধ্যে অবস্থান করে' *(আদাবুল মুফরাদ হা/৫২১)*। অনুরূপ (২) إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِيْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ جَنَاهَا 'মুসলমান যখন তার রুগ্ন মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের 'খুরফার' মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! জান্নাতের খুরফা কী? তিনি উত্তর দিলেন, তার ফলমূল' *(মুসলিম হা/২৫৬৮)*। রুগ্নকে পরিচর্যাকারী ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً 'কোন ব্যক্তি কোন রুগ্ন ব্যক্তির পরিচর্যা করলে অথবা আল্লাহর উদ্দেশ্যে তার কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে, একজন আহ্বানকারী (অন্য বর্ণনায় রয়েছে আল্লাহ তা'আলা) তাকে ডেকে ডেকে বলেন, তুমি উত্তম কাজ করেছ, তোমার পদচারণা উত্তম হয়েছে এবং জান্নাতে তুমি একটি ঘর তৈরি করে নিয়েছ' *(তিরমিযী হা/২০০৮, মিশকাত হা/৫০১৫)*।

শুধু বন্ধু নয় তার পরিবারের অন্যান্য সদস্য অসুস্থ হলে তাদেরও দেখতে যেতে হবে। তাহলে তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ করবে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَه عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَه خَرِيْفٌ فِيْ الْجَنَّةِ 'যখন এমন কোন মুসলমান সকাল বেলা কোন মুসলমান রোগীকে দেখতে যায়, তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ করে। আর সন্ধ্যা বেলা তাকে দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ করে। তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান সুনির্ধারিত করে দেয়া হয়' *(তিরমিযী হা/৯৬৯)*। উল্লেখ্য যে রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই দো'আ করতেন- أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَشِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا 'কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগীকে ধোঁকা দেয় না' *(বুখারী হা/৫৬৭৫, মিশকাত হা/১৫৩০)*।

গ. দুঃস্থ ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করা : ইসলামী শরী'আতে মুমিনের পারস্পরিক সম্পর্ক হ'ল একটি দেহের ন্যায়। দেহের একটি অঙ্গ যেকোন ধরনের বিপদে পড়ার সাথে সাথে অন্য অঙ্গ তাকে সাহায্যের জন্য তৈরী হয়। অনুরূপ কোন মুসলমান ভাই যখন কোন প্রকার বিপদে পড়ে, তখন অপর মুসলমান ভাইয়ের কর্তব্য তাকে সাহায্য করা। কেননা যে মানুষকে সাহায্য করে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে *(তিরমিযী হা/১৯৩০)*।

অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর ছাদাক্বা করা ওয়াজিব। একজন প্রশ্ন করলেন, যদি কারো সে সামর্থ্য না থাকে, তবে কি হবে? ... ছাহাবাদের পর্যায়ক্রমিক প্রশ্নের উত্তরে এক পর্যায় তিনি বলেন, فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ 'তাহ'লে কোন দুঃখে বা বিপদে পতিত ব্যক্তিকে সাহায্য করবে' *(মিশকাত হা/১৮৯৫)*।

কোন মানুষের কঠিন বিপদের মুহূর্তে যখন কেউ তাকে সাহায্য করে, তখন তার সে সাহায্যের কথা সে কখনো ভুলে না। যারা বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্যকারী হয়, তারাই প্রকৃত বন্ধু। এজন্য প্রবাদ আছে, A friend in need is a friend indeed. 'বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু'। তাই বন্ধুত্ব বৃদ্ধিতে এটি একটি বড় উপাদান। বন্ধু বন্ধুর প্রতি কতখানি কৃতজ্ঞ সেই বিষয়ে একটি গল্প সোনামণিদের সামনে তুলে ধার হল। নদীর তীরের একটি গাছের উঁচু ডালে একটি ঘুঘু বসে নদীর পানির দিকে চেয়ে আছে। সে দেখতে পেল, একটি পিঁপড়া নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। পিঁপড়ার প্রতি তার দয়া হ'ল। তাই সে গাছ থেকে একটি পাতা ছিঁড়ে পিঁপড়ার সামনে ফেলে দিল। পিঁপড়াটি পাতায় চড়ে প্রাণে বেঁচে গেল। ফলে ঘুঘু ও পিঁপড়ার মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন তৈরী হল।

পিঁপড়াটির বাসা ঐ গাছের কাছেই। একদিন সেই গাছে ঘুঘুটি বসে রয়েছে। এক শিকারী ঘুঘুকে লক্ষ্য করে তার ধনুকে তীর সংযোগ করল। সে তীর ছুঁড়তে যাচ্ছে, এমন সময় ঐ পিঁপড়াটি এসে তার পায়ে শক্ত কামড় বসিয়ে দিল। কামড়ের চোটে সে জোরে 'উহ' করে উঠল এবং তার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। ফলে বন্ধু বেঁচে গেল।

শেষ কথা : প্রকৃত বন্ধু তার সাথীদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করে। কখনো তাদের ক্ষতি করার মনোভাব পোষণ করে না। বরং সর্বদা তাদের ভাল করে ও পরামর্শ দেয়। ভাল বন্ধু হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলা যেমন জটিল তেমনি ভাল বন্ধু পাওয়াও অনেক কঠিন। ভাল বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে মহান আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে। তাই আসুন! আমরা ভাল বন্ধু হই এবং ভাল বন্ধু গ্রহণ করি। মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

(৩)
ইসলামই একমাত্র শান্তির পথ

আব্দুল্লাহ
দাশড়া, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

দিশেহারা মানবতাকে একমাত্র ইসলামই বার বার শান্তির পথ দেখিয়েছে। যখনই মানবতা পথ হারিয়ে ভুল পথে চালিত হয়েছে, তখন ইসলামই তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এই দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করা হয়েছিল বিশ্ব জাহানের রহমত স্বরূপ। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানব কল্যাণই হচ্ছে ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য ও মূল কথা। পৃথিবীর নানা দেশে যুগে যুগে মানুষ এই সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। বর্তমানেও নানা দেশে এমনটাই ঘটছে। বিশেষ করে ইউরোপসহ পাশ্চাত্য বিশ্বে মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে এবং ইসলামের দাওয়াতের ফলে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে ইসলাম বিদ্বেষীরা রীতিমত আতঙ্কিত। ইসলামের প্রতি মানুষের এই দলে দলে দীক্ষিত হওয়ার পথ রুদ্ধ করার জন্য তারা কোমর বেঁধে লেগেছে। এর জন্য তারা নানারূপ পরিকল্পনা করছে।

মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের কাছে আল্লাহ্র নিকট থেকে এসেছে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব। যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পেতে চায় এ দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন নিজ ইচ্ছায়। আর তাদের দেখান সরল পথ'। (মায়েদাহ ৫/১৫-১৬) এই আয়াতে মহান আল্লাহ শান্তি অর্থে সালাম শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই শব্দের আরেকটি অর্থ মুক্তিও করা হয়। বিপদ ও অশান্তি থেকে মুক্তিই তো শান্তির বড় মাধ্যম। ইসলাম মানুষকে বিপদ ও অশান্তি থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে বলে ইসলামকে শান্তির ধর্ম করা হয়। পবিত্র কুরআন মানুষকে নাজাতের পথ দেখায়। কী থেকে নাজাতের পথ দেখায়? প্রথমত পরকালের মহাবিপদ থেকে নাজাতের পথ দেখায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সারা জীবনের দাওয়াতের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল আখেরাত এবং তাঁর জীবনের অর্জিত সকল সফলতা এই আখেরাতকে ঘিরেই। তাঁর মযবূত মুসলিম ঐক্য গড়ার অন্তর্নিহিত সূত্রটি ছিল আখিরাত। একজন মুসলিমের সকল ইবাদত, সামাজিক জীবন পরিচালনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সহ সকল বিষয়ে ইসলামী বিশ্বাস ও বিধান অনুসারে চলার মূল প্রেরণাই হল, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালে মুক্তি লাভ করা। ইসলামী দাওয়াতের শিরোনাম হচ্ছে- 'আসলিম তাসলাম'-'তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর নাজাত পাবে'। এখানে নাজাত পাওয়ার অর্থ হচ্ছে আখেরাতে নাজাত পাওয়ার মাধমে জান্নাত লাভে ধন্য হওয়া। এক কথায়, ইসলামের মর্মবাণীই হচ্ছে মানুষকে দুনিয়াতে শান্তি পথ দেখানোর পাশাপাশি পরকালেও মুক্তিলাভের মাধ্যমে পরম সুখের জান্নাত লাভে ধন্য করা। অপরদিকে ইসলাম ছাড়া বাকী ধর্মগুলো বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন তালাশ করে তাহলে তার নিকট থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*।

একজন সন্তানকে আদর্শবান করতে পিতা-মাতার ভূমিকা অগ্রগণ্য। তারাই পারেন তিলে তিলে সন্তানকে আদর্শবান ও সৎ

হিসাবে গড়ে তুলতে। এরপর বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করে আদর্শবান নাগরিক হিসাবে প্রস্তুত করে দেন। একজন সোনামণিকে যখন ছোট থেকে আদর-স্নেহের পাশা-পাশি নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত করে তাকে অশিক্ষার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, তখন সে বড় হয়ে বখে যাবে এটাই স্বাভাবিক নয় কি? সোনামণিকে আদর্শবান করে গড়ে তুলতে ইসলামের অসংখ্য দিক নির্দেশনা রয়েছে। যেমন- ইসলামে একজন সোনামণি সাত বছর বয়সে উপনীত হলে তাকে ছালাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সাত বছর বয়স হলে সন্তানদের ছালাতের নির্দেশ দাও, দশ বছর বয়স হলে প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও' *(আবু দাঊদ হা/৪৯৫)*। একজন সোনামণি যখন ছোটকাল থেকে ছালাতের তা'লীম পাবে এবং নিয়মিত তাকে ছালাতে অভ্যস্ত করে তোলা হবে তখন তার দ্বারা পাপ কাজ থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে। কারণ ছালাত মানুষকে সকল ধরনের অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। যে মস্তক মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য সত্যিকারার্থে একবার নত হবে, সে মস্তক আর দুনিয়ার কারো সামনে নত হতে পারে না। সেই ব্যক্তির দ্বারা কোন অনাচার সংঘটিত হতেই পারে না। ছালাত মানুষকে বিভেদ ভুলে এক কাতারে একত্র হওয়ার শিক্ষা দেয়, মানুষের মাঝে ভাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে। যে মানুষটির হৃদয় গভীর রজনীতে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে অশ্রু বিসর্জন করে, সে হৃদয় একমাত্র মানবতার কল্যাণেই নিবেদিত হবে এটাই স্বাভবিক। ইসলামে যাকাতের বিধান দেওয়া হয়েছে, যাতে সমাজ থেকে অভাব-অনটন দূর হয়ে যায়। সমাজের সবাই সমান অধিকার নিয়ে সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। একজন সোনামণির সামনে যদি যাকাতের তাৎপর্য ও এর মূল দর্শন এভাবে তুলে ধরা হয়, তাহলে তার দ্বারা অন্যায় পথে উপার্জন ও ব্যয় এবং অবৈধ পথে সম্পদের পাহাড় গড়া কি সম্ভব? কখনোই না। ইসলামে ছিয়ামের বিধান দেওয়া হয়েছে, যাতে আত্মভোলা মানুষগুলো তাক্বওয়াশূন্য হৃদয়কে আল্লাহভীতির আলোকে সাজিয়ে নিতে পারে। তারা যেন নিজেদের মধ্যে আত্মসংযমের গুণ অর্জন করতে পারে। নিজেদের মধ্যে ক্ষুধার্ত অনাহারে থাকা ব্যক্তিগুলোর কষ্ট উপলব্ধি করার মাধ্যমে তাদের জন্য নিজেকে নিবেদিত করতে পারে। গরীব অসহায়ের মুখে এক লোকমা খাবার তুলে দেওয়ার যে কি তৃপ্তি তা উপলব্ধি করানোর জন্য দীর্ঘ একমাসের ছিয়াম সাধনার পর ছাদাকাতুল ফিতরের বিধান দেওয়া হয়েছে। ইসলামে হজ্জের বিধান দেওয়া হয়েছে, যাতে বিভ্রান্ত পথহারা মানুষগুলো বিশ্ব মিলনমেলা মক্কায় একত্র হয়ে নিজেদের ভুলগুলো শুধরিয়ে নিয়ে নব উদ্দমে আল্লাহ্র পথে কাজ করার দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করতে পারে। এখান থেকে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের সবক নিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এছাড়াও ইসলাম মানুষের চলার পথে প্রতিটি স্তরে স্তরে সাম্য ও মানবতার সবক দেয়। রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে কাঁটার মত ক্ষুদ্র বস্তুকেও ইসলামে অবজ্ঞা করে এড়িয়ে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। যাতে তার কারণে পথ চলতে গিয়ে কোন পথিক কষ্ট না পায়। মসজিদে ছোট্ট খড়কুটা পড়ে থাকলেও তা সরিয়ে ফেলার কারণে ছওয়াব ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে

কোন মুসলিম ভাই ছালাত আদায় করতে এসে কষ্ট না পায়। রাসূল (ছাঃ) তাঁর স্ত্রীদের তরকারী রান্নার সময় তরকারীর ঝোল বেশী রাখার নির্দেশ দিতেন, যাতে পাড়া-প্রতিবেশীকে তা দেওয়া যায়। এদের অনেকেই আবার অমুসলিম মুশরিকও ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি কখনো অমুসলিম প্রতিবেশীর অসুস্থতার খবর পেতেন, তখন তার সেবা-শুশ্রূষা করতে যেতেন। তিনি ইহূদী খিস্টানদের দাওয়াতেও অংশগ্রহণ করতেন। যেমন খায়বারের জনৈক আহলে কিতাব বৃদ্ধার বাড়িতে বিষ মাখানো গোশত খাওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে (বুখারী হা/৪৪২৮)। একদা মসজিদের ভিতরে একজন অমুসলিম ব্যক্তি প্রস্রাব করতে শুরু করলে, লোকেরা তাকে ধমক দিতে লাগল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে তার প্রস্রাব করা শেষ হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দিতে বললেন। তার প্রস্রাব করা শেষ হলে তাকে বুঝিয়ে বললেন যে, এটা পবিত্র ঘর, এখানে প্রস্রাব করতে হয় না (বুখারী হা/২২১)। একটিবার ভেবে দেখুন তো তাহলে ইসলাম কত শান্তির ধর্ম! একটু গভীর দৃষ্টি দিয়ে বিষয়টি ভাববারও বটে। ওমর (রাঃ) এর মত অর্ধ পৃথিবীর শাসক গভীর রাতে শহরের অলিতে গলিতে ঘুরে মানুষের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন। এটা কি ইসলামের মহানুভবতাকে নির্দেশ করে না। এরপরও একশ্রেণীর ইসলাম বিদ্বেষীরা যখন গলা উঁচু করে ইসলামের নামে বিভিন্ন অপবাদ ছড়ায়, তখন তাদের জ্ঞানের স্বল্পতাই ফুটে উঠে। এর সাথে যখন একশ্রেণীর তথাকথিত প্রগতিবাদী মুসলিম ঘরের সন্তানেরা যোগ দেয়, তখন বিষয় আরো দুঃখজনক হয়ে উঠে। আজ অভিভাবকরাও তথাকথিত প্রগতির দিকে ছুটতে গিয়ে সন্তানদের গোলকধাঁধার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন। তারা ভাবছেন ধর্মীয় শিক্ষা আধুনিকতার বাইরে। তারা সন্তানকে সামান্য ইসলামী শিক্ষাটুকু দিতেও নারায। আবার কেউ ভাবেন, ইসলামী শিক্ষা সেকেলে। তাই ছেলের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করতে আধুনিক তথা ধর্মহীন শিক্ষা গ্রহণের বিকল্প নেই। কিন্তু বিগত দিনের ইতিহাস প্রমাণ করে, ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত একদল তরুণই গত প্রজন্মের কর্ণধার ছিলেন। তারাই পৃথিবীতে শান্তির বার্তা পৌঁছিয়েছিলেন। মানবতা যখনই বার বার মুখ থুবড়ে পড়ছিল, তখন সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিল একদল ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ। গরীব-দুঃখীদের মুখে দু'মুঠো খাবার তুলে দিয়েছিল তারাই। তারা কখনো চরমপন্থার কল্পনাটুকুও করেনি।

পরিশেষে বলব, এখনই সময় কমলমতি সোনামণি ও তরুণদের নিয়ে ভাববার। তাদের সামনে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য ও শিক্ষা তুলে ধরার মাধ্যমে তাদের মূলস্রোত ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। তাদেরকে বুঝাতে হবে, ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম। পাশা-পাশি প্রতিটি অভিভাবকের উচিত হবে, তাদের সন্তানদের নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখা। প্রতিনিয়ত তাদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা । তারা যেন কখনোই দুশ্চিন্তা আর হতাশায় ভোগার কারণে বিপদগামী না হয়, সে খেয়াল অভিভাবকদেরই রাখতে হবে। হে আল্লাহ! আমাদের সোনামণিদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইসলামের খিদমত করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন।

Contents

(৪)

প্রযুক্তি থেকে দূরে থাকুক শিশুরা

মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
সহ-পরিচালক, সোনামণি মারকায এলাকা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ভূমিকা :

ইতিহাসে এমনটি আগে কোনদিন ঘটেনি। শিশুরা আগে কখনো একসঙ্গে এত তথ্যের মুখোমুখি হয়নি। এখন ইন্টারনেটে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সামনে খুলে যাচ্ছে পুরো পৃথিবী। মাত্র ১টা ক্লিকেই যে কোনো দিকে ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে পারে সে। এতে কী হচ্ছে? এত তথ্য থেকে সে তার পসন্দমত তথ্যটিই বেছে নেবে। চাইলেও শিশুদের এই তথ্য গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করা সহজে সম্ভব নয়। ফলে এখন প্রতি পরিবারেই দেখা যায় শিশুদের সঙ্গে বাবা-মার মনোমালিন্য। আপনি হয়তো সারাক্ষণ খোঁজ নিচ্ছেন সে কি দেখছে? কিন্তু আপনাকে লুকিয়ে দেখা কি তার পক্ষে অসম্ভব? কখনোই না। আপনার অজান্তেই সে অনেককিছু দেখছে ও ভাবছে। ফলে আপনার এবং আপনার সন্তানের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে।

প্রযুক্তির প্রেক্ষাপট :

একটি গল্প দিয়ে শুরু করা যাক। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অনুকরণে টিভি, মোবাইল ও ল্যাপটপের প্রতি আসক্ত হয় পঞ্চম শ্রেণী পড়ুয়া রিফাত (ছদ্মনাম)। পড়াশুনায় অমনোযোগী রিফাত কোনমতে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে ভর্তি হয় কলেজে। মোবাইল ও ল্যাপটপ কিনে দেয় বাবা-মা। মোবাইল, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট, ফেসবুক ও ইউটিউবে পর্ণো সিনেমা দেখার প্রতি আসক্তি বেড়ে যায় তার। এদিকে পড়াশুনা ভাল না করায় শিক্ষকদের কাছে সে বখাটে ছেলে হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ফলে তার মধ্যে হতাশা ভর করে। বাবা-মার চোখ ফাঁকি দিয়ে সে স্কুল বাদ দিয়ে বখাটেদের সঙ্গে মিশতে থাকে। একপর্যায়ে যুক্ত হয় মাদক, পাচার ও নারী ঘটিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। এরকম ঘটনা প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজে ঘটে চলছে যা অনাকাংক্ষিত ও দুঃখজনক। এরকম অনাকাংক্ষিত ঘটনাগুলোতে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে শিশু-কিশোরসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষদের।

প্রযুক্তি এবং অবক্ষয় :

আগে একটি শিশু কি করে সময় কাটাত? সে হয়তো খেলতো বন্ধুদের সঙ্গে। ছবি আঁকত। ক্লাসের পর জেদ করত মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে আরো সময় কাটানোর জন্য। তাদের কারো ঘুড়ি উড়ানোর শখ থাকত। শুনে মনে হচ্ছে যেন কোনো আদি যুগের গল্প। কিন্তু কদিন আগেরই বা কথা? এখনকার শিশুরা শব্দার্থ বের করতে নেট ব্রাউজ করে। শব্দকোষের ব্যবহার তারা জানে না। খুবই সাধারণ বিষয় লাগছে হয়তো এটা। কিন্তু এভাবেই ব্যাহত হচ্ছে আপনার শিশুর মেধার চর্চা। মাথা খাটিয়ে, বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ থেকে সরে যাচ্ছে সে। সব কিছুর সমাধান তৈরী পাচ্ছে, ফলে তাকে কিছুই করতে হচ্ছে না। তবে সব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা সত্য নাও হতে পারে। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, প্রযুক্তির ওপর

সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা আমাদের মস্তিষ্ককে অকার্যকর করে দেয় দিনে দিনে।

প্রযুক্তির নেশা :

দিনে দিনে ঘটনা এতই ভয়াবহ হচ্ছে যে, একে বলা হচ্ছে 'প্রযুক্তি অ্যাডিকশন'। দেখা যাচ্ছে, শাসন না করে একটি শিশুর হাত থেকে মোবাইল নেয়া যাচ্ছে না। টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে তার মোবাইলে টাকা ঢোকায় যাতে ফেসবুক ও ইন্টারনেট সেবা বিচ্ছিন্ন না হয়। এ সবই আসক্তির লক্ষণ।

আসক্ত শিশুরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় :

১. সামাজিক বিচ্ছিন্নতা।
২. সামাজিকতার অদক্ষ চর্চা।
৩. মেযাজ খারাপ থাকা।
৪. ঘুমের সমস্যা।
৫. আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব।
৬. শারীরিক ব্যায়াম থেকে দূরে থাকা।

বাবা-মায়ের তিনটি বড় ভুল :

১. প্রযুক্তির ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ না করা।
২. প্রযুক্তির ব্যবহার হয় না এমন কোন পারিবারিক বিনোদনের ব্যবস্থা না থাকা।
৩. বাবা-মা নিজেরাই ইন্টারনেটে আসক্ত।

বাবা-মায়ের কর্তব্য : শিশুকে ইন্টারনেট আসক্তি থেকে বাঁচাতে বাবা-মায়েরা মৌলিক কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন। এটা খুবই যরূরী। মনে রাখবেন, আপনার শিশু যত বেশী আসক্ত হয়ে পড়বে তত তাকে ফিরিয়ে আনা কঠিন হবে।

দূরত্ব বজায় :

সম্ভব হলে, আলাদা একটা জায়গা তৈরি করুন যেখানে আপনার কম্পিউটার থাকবে। সেটা কারো বেডরুম নয়। যেখানে কম্পিউটার থাকলে আপনি এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এই বুদ্ধিটিই কাজে লাগান।

আগে থেকে ব্যবস্থা নিন :

সবচেয়ে ভাল হয়, আগে থেকে সচেতন হৌন। আপনার সন্তানের দায়িত্ব আপনার। তাকে যাবতীয় ভাল কিছুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আপনার। প্রয়োজনে নিজের আসক্তি ত্যাগ করুন। আর খেয়াল করুন, কোন বয়সে কতটা তথ্য তুলে দেবেন শিশুর হাতে। মনে রাখবেন, সঠিক সময় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। কথায় আছে, সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়।

প্রযুক্তির প্রতি আসক্তি :

বাংলাদেশের মানবাধিকার ফাউণ্ডেশনের ২০১৫ সালের একটি জরিপ উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে। জরিপে দেখানো হয়েছে, ঢাকার একটি স্কুলে নবম শ্রেণীর মোট ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ক্লাসরুমে বসে পর্ণগ্রাফী দেখে এরকম ২৫ জনের মোবাইলে পর্ণগ্রাফী পাওয়া যায়। অপরদিকে, ১০০ জন অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর ৮৬ জন মোবাইল ব্যবহার করে যাদের মধ্যে ৭৬ জন পর্ণগ্রাফী দেখে। ইন্টারনেট, ইউটিউব, ভাইবার, পর্ণগ্রাফি আসক্তিতে উন্নত দেশগুলোর প্রায় ৬২% কিশোর (১২-১৬ বছর) যৌন হয়রানি ও ধর্ষণসহ বড় বড় অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। যা শিশু-কিশোরদের জন্য হুমকিস্বরূপ। এমনকি পর্ণো আসক্তিতে প্রতি বছর আমেরিকার স্কুল পড়ুয়া ২,৮০,০০০ শিক্ষার্থী গর্ভবতী হচ্ছে; যা শুধু পরিবার নয় তথা পুরো সমাজ ও একটি রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। ফলে তাদের আসক্তির মাত্রা বেড়ে চলছে

পাশাপাশি লেখাপড়ায় অমনোযোগীর সংখ্যাও লক্ষণীয় *(সূত্র : ন্যাশনাল ক্রাইম প্রিভেনশন সার্ভে)*।

প্রযুক্তির অপব্যবহারে ক্ষতি :

গবেষণায় দেখা যায়- মানুষ যখন কোন উত্তেজনামূলক ছবি দেখে তখন তাঁর ব্রেনের মধ্যে উত্তেজনা মূলক নানা ধরণের নিউরন সেকরেশন হতে থাকে এবং আশেপাশে যা কিছু থাকে তার মাধ্যমে সেই ক্রিয়া সম্পন্ন করতে চায়। এরই ফলে ছোট শিশু থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের মানুষের মধ্যে দেখা দেয় অস্থিরতা। শুরু হয় সামাজিক অনাচার। কেউ কেউ আসক্ত হয়ে পড়ে নেশায় এবং সামাজিক নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে।

প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধের উপায় :

মানুষ একই কাজের জন্য বারবার সাজাপ্রাপ্ত হয়েও বারবার সে কাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আইন এখন মানুষকে সংশোধন করতে পারছে না। ধর্মীয় অনুশাসন একটি বড় বিষয় হিসাবে আমরা দেখতে পারি। পৃথিবীতে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম কোন ধর্মই আজ পর্যন্ত কোন খারাপ কাজকে স্বীকৃতি দেয় না কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মানুষ দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছে।

প্রযুক্তি ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা :

ঘরে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ রাখুন। পরিবারের প্রত্যেকে ওই সময় কম্পিউটার, মোবাইল বা অন্য যে কোন ইলেকট্রনিক পণ্য ব্যবহার থেকে দূরে থাকুন। এ সময়টা বরাদ্দ করুন বই পড়া, রান্না করা, প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকা বা এমন কোন কাজ যা শিশু-কিশোরদের জন্য উপযোগী। একটা সময় বেঁধে প্রযুক্তি ব্যবহারের অভ্যাস করুন। নিজে মেনে চলুন, সন্তানদেরও উৎসাহিত করুন। একটা গাইড লাইন তৈরি করুন, কতক্ষণ পড়াশোনা, কতক্ষণ ইন্টারনেটে ব্যবহার করবেন, সব কিছুর। দেখবেন অকারণে ইন্টারনেটে বসে থাকা কমে আসবে।

উপসংহার :

পিতা-মাতা সারাদিন ব্যস্ত থাকে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী আর মোবাইল, কম্পিউটার নিয়ে। আর এজন্য আমরা পরিবারের শিশুদের পর্যাপ্ত সময় দিতে পারে না। যার কারণে শিশুরা মানসিকভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বড়দের সংস্পর্শের অভাবে তারা একা একা নিজেরা বড় হচ্ছে। এছাড়াও শিশুদের হাতে ইলেকট্রনিক ডিভাইস তুলে দেওয়া হচ্ছে। যার কারণে তারা এগুলোর প্রতি মারাত্মকভাবে আসক্ত হয়ে পড়ছে। তাদের স্বাভাবিক জীবন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং তারা পড়াশোনায় মনোযোগ হারিয়ে ফেলছে। এ বিষয়ে আমরা যথাসময়ে সতর্ক না হলে আমাদের শিশুরা বড় হয়ে হবে এক একটা মানসিক রোগী। টেকনোলজির অপব্যবহার রোধে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

সোনামণি সম্মেলন ২০১৬

-এ আগত সকল সোনামণি ও সুধীমণ্ডলীদের সোনামণি প্রতিভা পরিবারের পক্ষ হতে জানাই

লাল গোলাপ শুভেচ্ছা।

(৫)

ঈদে মীলাদুন্নবী

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

সংজ্ঞা :

'জন্মের সময়কাল'কে আরবীতে 'মীলাদ' বা 'মাওলিদ' বলা হয়। সে হিসাবে 'মীলাদুন্নবী'-র অর্থ দাঁড়ায় 'নবীর জন্ম মুহূর্ত'। নবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে 'ইয়া নবী সালামু আলায়কা' বলা ও সবশেষে জিলাপী বিতরণ- এই সব মিলিয়ে 'মীলাদ মাহফিল' ইসলাম প্রবর্তিত 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আযহা' নামক দু'টি বার্ষিক ঈদ উৎসবের বাইরে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ধর্মীয়(?) অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

উৎপত্তি :

ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হিঃ) কর্তৃক নিযুক্ত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) সর্বপ্রথম কারো মতে ৬০৪ হিঃ ও কারো মতে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের প্রচলন ঘটান রাসূলের মৃত্যুর ৫৯৩ বা ৬১৪ বছর পরে। এই দিন তারা মীলাদুন্নবী উদযাপনের নামে চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হ'তেন। গভর্ণর নিজে তাতে অংশ নিতেন (আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ *(দারুল ফিকর, ১৯৮৬) পৃঃ ১৩/১৩৭)*। আর এই অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন আবুল খাত্ত্বাব ওমর বিন দেহিইয়াহ *(৫৪৪-৬৩৩ হিঃ)*। তিনি মীলাদের সমর্থনে বহু জাল ও বানাওয়াট হাদীছ জমা করেন।

হুকুম :

ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন একটি সুস্পষ্ট বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*।

তিনি আরো বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ 'তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হ'তে সাবধান থাক। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত ও প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী' *(আবুদাঊদ হা/৪৬০৭)*। জাবের (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ 'এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৫; নাসাঈ হা/১৫৭৯)*।

ইমাম মালেক (রহঃ) স্বীয় ছাত্র ইমাম শাফেঈকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে যেসব বিষয় 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমান কালেও তা 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে কোন নতুন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে ভাল কাজ বা 'বিদ'আতে হাসানাহ' বলে রায় দিল, সে ধারণা করে নিল যে, আল্লাহ্‌র

রাসূল (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন' *(আল-ইনছাফ, পৃঃ ৩২)*।

মীলাদ বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের ঐক্যমত :

'আল-ক্বাওলুল মু'তামাদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, চার মাযহাবের সেরা বিদ্বানগণ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাঁরা বলেন, এরবলের গভর্ণর কুকুবুরী এই বিদ'আতের হোতা। তিনি তার আমলের আলেমদেরকে মীলাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীছ তৈরী করার ও ভিত্তিহীন ক্বিয়াস করার হুকুম জারী করেছিলেন।

উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরাম :

মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়খ আহমাদ সারহিন্দী, আল্লামা হায়াত সিন্ধী, রশীদ আহমাদ গাংগোহী, আশরাফ আলী থানভী, মাহমূদুল হাসান দেউবন্দী, আহমাদ আলী সাহারানপুরী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ সকলে এক বাক্যে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানকে বিদ'আত ও গুনাহের কাজ বলেছেন।

মৃত্যুদিবসে জন্মবার্ষিকী :

জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঠিক জন্মদিবস ছিল ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার। ১২ রবীউল আউয়াল সোমবার ছিল তাঁর মৃত্যুদিবস। অথচ ১২ রবীউল আউয়াল রাসূলের মৃত্যুদিবসেই তাঁর জন্মবার্ষিকী বা 'মীলাদুন্নবী'র অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।

একটি সাফাই :

মীলাদ উদযাপনকারীরা বলে থাকেন যে, মীলাদ বিদ'আত হ'লেও তা 'বিদ'আতে হাসানাহ'। অতএব জায়েয তো বটেই বরং করলে ছওয়াব আছে। কারণ এর মাধ্যমে মানুষকে কিছু বক্তব্য শুনানো যায়। উত্তরে বলা চলে যে, ছালাত আদায় করার সময় পবিত্র দেহ-পোষাক, স্বচ্ছ নিয়ত সবই থাকা সত্ত্বেও ছালাতের স্থানটি যদি কবরস্থান হয়, তাহ'লে সে ছালাত কবুলযোগ্য হয় না। কারণ এরূপ স্থানে ছালাত আদায় করতে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ছালাত আদায়ে কোন ফায়দা হবে না।

তেমনি বিদ'আতী অনুষ্ঠান করে নেকী অর্জনের স্বপ্ন দেখা অসম্ভব। হাড়ি ভর্তি দুধে এক কাপ গো-চেনা ঢাললে যেমন পানযোগ্য থাকে না, তেমনি সৎ আমলের মধ্যে সামান্য শিরক-বিদ'আত সমস্ত আমলকে বরবাদ করে দেয়। সেখানে বিদ'আতকে ভাল ও মন্দ দুই ভাগে ভাগ করা যে আরেকটি গোমরাহী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ক্বিয়াম প্রথা :

সপ্তম শতাব্দী হিজরীতে মীলাদ প্রথা চালু হওয়ার প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে আল-ামা তাক্বিউদ্দীন সুবকী (৬৮৩-৭৫৬ হিঃ) কর্তৃক ক্বিয়াম প্রথার প্রচলন ঘটে বলে কথিত আছে (আবু ছাঈদ মোহাম্মাদ,

মিলাদ মাহফিল (ঢাকা ১৯৬৬), পৃঃ ১৭)। তবে এর সঠিক তারিখ ও আবিষ্কর্তার নাম জানা যায় না।

এদেশে দু'ধরনের মীলাদ চালু আছে। একটি ক্বিয়ামযুক্ত, অন্যটি ক্বিয়াম বিহীন। ক্বিয়ামকারীদের যুক্তি হ'ল, তারা রাসূলের 'সম্মানে' উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর দ্বারা তাদের ধারণা যদি এই হয় যে, মীলাদের মাহফিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তবে এই ধারণা সর্বসম্মতভাবে কুফরী। হানাফী মাযহাবের কিতাব 'ফাতাওয়া বাযযারিয়া'তে বলা হয়েছে, مَنْ ظَنَّ أَنَّ أَرْوَاحَ الأَمْوَاتِ حَاضِرَةٌ نَعْلَمُ يَكْفُرُ- 'যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহ হাযির হয়ে থাকে, সে ব্যক্তি কাফের' *(মীলাদে মুহাম্মাদী পৃঃ ২৫, ২৯)*। অনুরূপভাবে 'তুহফাতুল কুযাত' কিতাবে বলা হয়েছে, 'যারা ধারণা করে যে, মীলাদের মজলিসগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তাদের এই ধারণা স্পষ্ট শিরক'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর ধম্‌কি প্রদান করেছেন *(তিরমিযী, আবূদাঊদ; মিশকাত হা/৪৬৯৯ 'আদাব' অধ্যায়)*। অথচ মৃত্যুর পর তাঁরই কাল্পনিক রূহের সম্মানে দাঁড়ানোর উদ্ভট যুক্তি ধোপে টেকে কি?

মীলাদ অনুষ্ঠানে প্রচারিত বানাওয়াট হাদীছ ও গল্পসমূহ : (১) '(হে মুহাম্মাদ!) আপনি না হ'লে আসমান-যমীন কিছু সৃষ্টি করতাম না' *(দায়লামী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮২)*।

(২) 'আমি আল্লাহ্‌র নূর হ'তে সৃষ্ট এবং মুমিনগণ আমার নূর হ'তে'।

(৩) 'নূরে মুহাম্মাদী' হ'তেই আরশ-কুরসী, বেহেশত-দোযখ, আসমান-যমীন সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে'।

(৪) 'আদম সৃষ্টির সত্তর হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ পাক তাঁর নূর হ'তে মুহাম্মাদের নূরকে সৃষ্টি করে আরশে মু'আল্লায় লটকিয়ে রাখেন'।

(৫) 'আদম সৃষ্টি হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন'।

(৬) 'মে'রাজের সময় আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে জুতা সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়' (নাঊযুবিল্লাহ)।

(৭) মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত হ'তে বিবি মরিয়ম, বিবি আসিয়া, মা হাজেরা সকলে দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন।

(৮) নবীর জন্ম মুহূর্তে কা'বার প্রতিমাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রোমের অগ্নি উপাসকদের 'শিখা অনির্বাণ'গুলো দপ করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদীর প্রবাহ, সূর্যের আলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি...।

উপরের বিষয়গুলি সবই বানাওয়াট। *দেখুন : মওযূ'আতে কাবীর প্রভৃতি।* মীলাদ উদযাপনকারী ভাইদের এই সব

মিথ্যা ও জাল হাদীছ বর্ণনার দুঃসাহস দেখলে শরীর শিউরে ওঠে। যেখানে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীছ রটনা করে, সে জাহান্নামে তার ঘর তৈরী করুক' *(বুখারী হা/১০৭)*।

তিনি আরও বলেন, لاَ تُطْرُوْنِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُوْلُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ 'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না, যেভাবে নাছারাগণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে।... বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল' *(বুখারী হা/৩৪৪৫)*।

'নূরে মুহাম্মাদী'র আক্বীদা মূলতঃ অগ্নি উপাসক ও হিন্দুদের অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদার নামান্তর। যাদের দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। এরা 'আহাদ' ও 'আহমাদের' মধ্যে 'মীমের' পর্দা ছাড়া আর কোন পার্থক্য দেখতে পায় না। তথাকথিত মা'রেফাতী পীরদের মুরীদ হ'লে নাকি মীলাদের মজলিসে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন্ত চেহারা দেখা যায়। এই সব কুফরী দর্শন ও আক্বীদা প্রচারের মোক্ষম সুযোগ হ'ল মীলাদের মজলিসগুলো। বর্তমানে সরকারী রেডিও-টিভিতেও চলছে যার জয়জয়কার। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন- আমীন!

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'মীলাদ প্রসঙ্গ' গ্রন্থ)।

হাদীছের গল্প

(১)
আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

পৃথিবীতে আল্লাহ পাক মানব জাতির জন্য যত নে'মত দান করেছেন তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম নে'মত হল মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম। এটি মুত্তাক্বীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও মুমিনদের জন্য রহমত স্বরূপ *(বনু ইসরাঈল ১৭/৮৫)*। কুরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয় এবং শয়তানের প্রতিক্রিয়া থাকে না। প্রতিটি হরকতের বিনিময়ে ১০টি করে নেকী পাওয়া যায়। আল-কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদাশীল আয়াত হল আয়াতুল কুরসী *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*। যে ব্যক্তি উক্ত আয়াত রাতে পাঠ করবে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তার জন্য একজন রক্ষক ফেরেশতা থাকবেন এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তার নিকটে আসতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীছ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একরাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে যাকাতুল ফিৎরের উপর প্রহরী নিযুক্ত করেন। এ সময় এক ব্যক্তি আমার নিকট আসে এবং ঐ মাল হ'তে অঞ্জলী ভরে তার চাদরে জামা করতে থাকে। তখন আমি তাকে ধরে ফেলে বললাম, আমি অবশ্যই

তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট (বিচারের) জন্য পাঠাব। সে বলল (আমাকে ছেড়ে দিন) আমি অত্যন্ত অভাবী, পরিবার নিয়ে খুব কষ্টে আছি। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে নবী করীম (ছাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার রাতের বন্দী কী করেছিল? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে তার ভীষণ অভাব অভিযোগ পেশ করলে এবং পরিবারের দোহাই দিলে তার প্রতি আমার দয়া হয়। কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে; সাবধান থেকো সে আবার আসবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথার কারণে নিশ্চিতভাবে বুঝলাম যে, সে আবার আসবে। তাই আমি সজাগ দৃষ্টি রেখে পাহারা দিতে থাকলাম এবং তার প্রতীক্ষায় রইলাম। হঠাৎ দেখি সে আবার এসে অঞ্জলী ভরে খাদ্য নিতে আরম্ভ করেছে। আমি তাকে ধরে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট নিয়ে যেতে চাইলাম। সে অনুনয় বিনয় করে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুব দরিদ্র, পরিবার নিয়ে খুব কষ্টে আছি। আমি আর আসব না। তার কথায় আমার দয়া হলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালবেলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার রাতের বন্দীটি কী করেছিল? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সে খুব অভাব অভিযোগের কথা জানাল এবং পরিবারের বহু পোষ্যের অভিযোগ করল। তাই আমি তার প্রতি দয়া করে তাকে ছেড়ে দিলাম। তিনি বললেন, সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। হুঁশিয়ার থেকো, সে আবার আসবে। ফলে আমি তৃতীয় রাতে পাহারা আরো জোরদার করলাম। দেখলাম সে আবার এসে মুঠি ভরে খাদ্য নেওয়া শুরু করেছে। আমি তাকে ধরে ফেলে বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর কাছে নিয়ে যাবই। এটা তৃতীয়বারের শেষবার। তুমি ওয়াদা করেছিলে যে, তুমি আসবে না। অথচ আবার এসেছ। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে কতগুলো বাক্য শিখিয়ে দিচ্ছি যার মাধ্যমে আল্লাহ আপনার উপকার সাধন করবেন। তা হ'ল বিছানায় শয়নকালে আপনি আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন তাহ'লে আল্লাহর পক্ষ হ'তে আপনার জন্য একজন রক্ষক থাকবেন। সকাল পর্যন্ত শয়তান আপনার নিকটবর্তী হ'তে পারবে না। আমি এর বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দিলাম। কেননা ছাহাবাগণ সর্বদা ভাল কাজের প্রত্যাশী ছিলেন। সকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, তোমার বন্দী (গত রাতে) কী করল? আমি বললাম, সে আমাকে কতগুলি কালিমা শিক্ষা দিয়েছে যার দ্বারা আল্লাহ আমাকে কল্যাণ করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যদিও সে চরম মিথ্যাবাদী তথাপিও সে এ ব্যাপারে সত্য বলেছে।

গত তিন রাত ধরে যার সাথে তুমি কথা বললে, তুমি কি তাকে চেন? আমি বললাম না। তিনি বললেন, সে হ'ল শয়তান। *(বুখারী হা/২৩১১; মিশকাত, ফাযায়েলুল কুরআন অধ্যায় হা/২১২৩, বাংলা মিশকাত হা/২০২১।* অপর বর্ণনায় রয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থাকে না মৃত্যু ব্যতীত। *(নাসাঈ কুরবা হা/৯৯২৮; মিশকাত হা/৯৭৪)।*

শিক্ষা : *আয়াতুল কুরসী কুরআন মাজীদের একটি বিশেষ মর্যাদাশীল আয়াত। দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত শেষে এবং রাত্রিতে শয়নকালে এই আয়াতটি পাঠ করা সুন্নাত। তবে এই আয়াতটি লিখে তাবীযে ভরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ঝুলিয়ে বা বেঁধে রাখা শিরক। মহান আল্লাহ আমাদেরকে শিরকমুক্ত হয়ে আয়াতটি বেশী বেশী পাঠ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!*

(২)
বরকতের মালিক আল্লাহ

আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির
সহ-পরিচালক, সোনামণি মারকায এলাকা নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৫ম হিজরীর শাওয়াল ও জুলকা'দাহ মোতাবেক ৬২৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। খন্দক অর্থ পরিখা। এই যুদ্ধে মদীনার প্রবেশ পথে দীর্ঘ পরিখা খনন করা হয়েছিল বলে একে খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ এ যুদ্ধে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পেটে পাথর বেঁধে পরিখা খনন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্ষুধার ব্যাপারটি অবগত হয়ে ছাহাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করলেন এবং তাঁর স্ত্রী এক ছা' (আড়াই কেজি) যব পিষে আটা তৈরী করলেন। অতঃপর রান্না শেষে রাসূল (ছাঃ)-কে কয়েকজন ছাহাবী সহ গোপনে দাওয়াত দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন ঐ সময় পরিখা খননরত ১০০০ ছাহাবীর সবাইকে সাথে নিয়ে এলেন। অতঃপর সকলে তৃপ্তির সাথে খাওয়ার পরেও আগের পরিমাণ আটা ও গোশত অবশিষ্ট রয়ে গেল *(বুখারী হা/৪১০২; মুসলিম হা/২০৩৯; মিশকাত হা/৫৮৭৭; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৪১১)।*

শিক্ষা : *১. মুমিন বিপদে পড়লে আল্লাহ স্বল্প জিনিসেই বরকত দান করেন।*

২. আল্লাহ যদি বরকত দেন, তাহলে কেউ ঠেকাতে পারে না।

(৩)
পিতা ও পুত্রের ভিন্ন আক্বীদা

মুসলমানদের ঈমানী শক্তি পরীক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হল ওহোদ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমান, কাফির ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য সংঘটিত হওয়া সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘটে যায়। হিজরতের পূর্বে মদীনার আউস গোত্রের সর্দার ও ধর্মযাজক ছিলেন আবু 'আমের আর-রাহেব'। হিজরতের পরে তিনি মক্কায় চলে যান এবং

কুরায়েশদের পক্ষে ওহোদ যুদ্ধে যোগদান করেন। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) তার লকব দেন আবু 'আমের আল-ফাসেক্ব'। পক্ষান্তরে তার পুত্র 'হানযালা' ছিলেন মুসলিম বাহিনীর সেই তরুণ সৈন্য যিনি সবেমাত্র বিয়ে করে বাসর যাপন করছিলেন। অতঃপর যুদ্ধের ঘোষণা শুনেই নাপাক অবস্থায় ময়দানে চলে আসেন এবং ভীষণ তেজে যুদ্ধ করে শহীদ হন। ফেরেশতাগণ তাকে গোসল দেন। এজন্য তাঁকে 'গাসীলুল মালায়েকাহ' বলা হয়' *(ইবনু হিশাম ২/৭৫; যাদুল মা'আদ ৩/১৭২; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৩৬০)*।

শিক্ষা : ১. *পিতা ও পুত্র এক রক্তের হতে পারে, কিন্তু আক্বীদাগত দিক দিয়ে সব সময় এক হয় না।*

২. *হেদায়েত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে, যাতে মানুষের কোন হাত নেই।*

(৪)
মর্যাদাবান সোনামণি

শহীদুল্লাহ

রসূলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

কুরআন সর্বযুগের সর্বকালের মহান ও শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। আর কুরআন অধিক মুখস্থকারী বা হাফেযের মর্যাদা অপরিসীম। নিম্নে এ সম্পর্কিত এক মর্যাদাবান সোনামণির হাদীছের গল্প পেশ করা হল।

আমর ইবনু সালামাহ (রাঃ) বলেন, আমরা এমন জায়গায় বসবাস করতাম সেখানে দিয়ে লোকেরা যাওয়া-আসা করতেন। তারা তখন রাসূল (ছাঃ)-এর কথাগুলো আমাদেরকেও বলতেন। আমি একজন স্মরণ শক্তি সম্পন্ন বা মেধাবী বালক ছিলাম। অতএব আমি এভাবে কুরআনের অনেক অংশ মুখস্থ করে ফেললাম। পরে আমার পিতা অন্যান্য লোকদের সাথে আমাকে সাথে নিয়ে নবী (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি তাদেরকে ছালাত শিক্ষা দিলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে যে কুরআন বেশী জানে সে ইমামতি করবে। আর আমি ছিলাম তাদের মধ্যে অধিক কুরআন মুখস্থকারী। তখন লোকেরা আমাকে আগে বাড়িয়ে দিলেন। অতএব আমি তাদের ইমামতি করলাম *(আবু দাঊদ হা/৫৮৫)*।

শিক্ষা : ১. *সোনামণিদেরকে কুরআন শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করা উচিত।*

২. *বয়সে ছোট হলেও যিনি অধিক কুরআন জানেন তিনি ইমাম হবেন। আল্লামা আলীমুল ইহসান বলেছেন, জ্ঞানী ব্যক্তিই বড় যদিও বয়সে ছোট হয়। আর মূর্খ ব্যক্তিই ছোট যদিও বয়সে বড় হয়।*

একটি সন্তান যখন নষ্ট হয়, তখন সে একা নষ্ট হয় না পুরো পরিবারের সম্মান নষ্ট হয়।

পিতা-মাতার আচরণসমূহ রপ্ত করেই সন্তানরা পর্যায়ক্রমে নিজেদেরে আচরণকে বিকশিত করে সুন্দর মানুষে পরিণত হয়।

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

দো'আর গুরুত্ব :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ 'দো'আ হ'ল ইবাদত' *(তিরমিযী, আবু দাঊদ, মিশকাত হা/২২৩০)*।

আল্লাহ বলেন, أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ- 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকার বশে আমার ইবাদত হ'তে বিমুখ হয়, সত্বর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়' *(গাফের/মুমিন ৪০/৬০)*। এখানে 'ইবাদত' অর্থ দো'আ। *('আওনুল মা'বূদ হা/১৪৬৬-এর ব্যাখ্যা, 'দো'আ' অনুচ্ছেদ-৩৫২)*।

আল্লাহ আরও বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِي وَلْيُؤْمِنُوْا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

'আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার বিষয়ে জিজ্ঞেস করে, তখন বলে দাও যে, আমি তাদের অতীব নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি, যখন সে আমাকে আহ্বান করে। অতএব তারা যেন আমার আদেশ সমূহ পালন করে এবং আমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। যাতে তারা সুপথ প্রাপ্ত হয়' *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهَ سُبْحَانَهُ غَضِبَ عَلَيْهِ 'যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ডাকে না, তিনি তার উপরে ক্রুদ্ধ হন' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৭)*। তিনি বলেন, لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الدُّعَاءِ 'মহান আল্লাহ্‌র নিকট দো'আর চাইতে অধিক মর্যাদাপূর্ণ বিষয় আর কিছু নেই' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাদীছ হাসান, মিশকাত হা/২২৩২)*।

দো'আর ফযীলত : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুসলমান যখন অন্য কোন মুসলমানের জন্য দো'আ করে, যার মধ্যে কোনরূপ গোনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার কথা থাকে না, আল্লাহ পাক উক্ত দো'আর বিনিময়ে তাকে তিনটির যেকোন একটি দান করে থাকেন। (১) তার দো'আ দ্রুত কবুল করেন অথবা (২) তার প্রতিদান আখেরাতে প্রদান করার জন্য রেখে দেন অথবা (৩) তার থেকে অনুরূপ আরেকটি কষ্ট দূর করে দেন। একথা শুনে ছাহাবীগণ উৎসাহিত হয়ে বললেন, তাহ'লে আমরা বেশী বেশী দো'আ করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তার চাইতে আরও বেশী দো'আ কবুলকারী' (আহমাদ, হাকেম, মিশকাত হা/২২৫৯)। এজন্য সর্বদা পরস্পরের নিকট দো'আ চাইতে হবে।

দো'আ কবুলের শর্তাবলী : (১) শুরুতে এবং শেষে হাম্দ ও দরূদ পাঠ করা **(২)** দো'আ আল্লাহ্‌র প্রতি খালেছ আনুগত্য সহকারে হওয়া **(৩)** দো'আয় কোন পাপের কথা কিংবা আত্মীয়তা ছিন্ন করার কথা না থাকা **(৪)** খাদ্য-পানীয় ও পোষাক হালাল ও পবিত্র হওয়া **(৫)** দো'আ কবুলের জন্য ব্যস্ত না হওয়া **(৬)** নিরাশ না হওয়া ও দো'আ পরিত্যাগ না করা **(৭)** উদাসীনভাবে দো'আ না করা এবং দো'আ কবুলের ব্যাপারে সর্বদা দৃঢ় আশাবাদী থাকা।

তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে যে কোন সময় যে কোন বান্দার এমনকি কাফের-মুশরিকের দো'আও কবুল করে থাকেন, যদি সে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চায়।

নিয়ম : খোলা দু'হস্ততালু একত্রিত করে চেহারা বরাবর সামনে রেখে দো'আ করবে। *(আবুদাঊদ হা/১৪৮৬-৮৭, ৮৯; ঐ, মিশকাত হা/২২৫৬)*। দো'আর শুরুতে আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করবে। অতঃপর বিভিন্ন দো'আ পড়বে। *(আবুদাঊদ হা/১৪৮১, মিশকাত হা/৯৩০-৩১)*। যেমন, *আল-হামদু লিলা-হি রব্বিল 'আ-লামীন, ওয়াছছালাতু ওয়াসসালা-মু 'আলা রাসূলিহিল কারীম'* বলার পর বিভিন্ন দো'আ শেষে *'সুবহা-না রব্বিকা রব্বিল 'ইযযাতি 'আম্মা ইয়াছিফূন, ওয়া সালা-মুন 'আলাল মুরসালীন, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন'* পাঠ অন্তে দো'আ শেষ করবে।

দো'আর আদব : (১) কাকুতি-মিনতি সহকারে ও গোপনে হওয়া। *(আ'রাফ ৭/৫৫)*। (২) একমনে ভয় ও আকাংখা সহকারে এবং অনুচ্চ শব্দে অথবা মধ্যম স্বরে হওয়া। *(আ'রাফ ৭/৫৬, ২০৫; যুমার ৩৯/৫৩-৫৪; ইসরা ১৭/১১০)*। (৩) সারগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ হওয়া। *(আবুদাঊদ হা/১৪৮২; ঐ, মিশকাত হা/২২৪৬)*।

দো'আ কবুলের স্থান ও সময় : আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব'। *(গাফের/মুমিন ৪০/৬০)*। এতে বুঝা যায় যে, যে কোন স্থানে যে কোন সময় যে কোন ভাষায় আল্লাহকে ডাকলে তিনি সাড়া দিবেন। তবে ছালাতের মধ্যে আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় দো'আ করা যাবে না। দো'আর জন্য হাদীছে বিশেষ কিছু স্থান ও সময়ের ব্যাপারে তাকীদ এসেছে, যেগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হ'ল :

(১) কুরআনী দো'আ ব্যতিরেকে হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহের মাধ্যমে সিজদায় দো'আ করা (২) শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে **(৩)** জুম'আর দিনে ইমামের মিম্বরে বসা হ'তে সালাম ফিরানো পর্যন্ত সময়কালে **(৪)** রাত্রির নফল ছালাতে **(৫)** ছিয়াম অবস্থায় **(৬)** রামাযানের **২১, ২৩, ২৫, ২৭** ও **২৯** বেজোড় রাত্রিগুলিতে **(৭)** ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে দু'হাত উঠিয়ে **(৮)** হজ্জের সময় আরাফা ময়দানে দু'হাত উঠিয়ে **(৯)** মাশ'আরুল হারাম অর্থাৎ মুযদালিফা মসজিদে অথবা বাইরে স্বীয় অবস্থান স্থলে **১০**ই যিলহাজ্জ ফজরের ছালাতের পর হ'তে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত দো'আ করা **(১০) ১১, ১২** ও **১৩**ই যিলহাজ্জ তারিখে মিনায় **১**ম ও ২য় জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর একটু দূরে সরে গিয়ে দু'হাত উঠিয়ে দো'আ করা **(১১)** কা'বাগৃহের ত্বাওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে। **(১২)** 'কারু পিছনে খালেছ মনে দো'আ করলে, সে দো'আ কবুল হয়। সেখানে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকেন। যখনই ঐ ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য দো'আ করে, তখনই উক্ত ফেরেশতা 'আমীন' বলেন এবং বলেন তোমার জন্যও অনুরূপ হৌক'। *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৮)*। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আরও কিছু স্থানে ও সময়ে।

তিন ব্যক্তির দো'আ নিশ্চিত কবুল হয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তির দো'আ নিশ্চিতভাবে কবুল হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই (১) মাযলূমের দো'আ (২) মুসাফিরের দো'আ (৩) সন্তানের জন্য পিতার দো'আ। *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২২৫০)*। তিনি বলেন, ' তোমরা মাযলূমের দো'আ হ'তে সাবধান থাকো। কেননা তার দো'আ ও আল্লাহ্র মধ্যে কোন পর্দা নেই' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)* শীর্ষক গ্রন্থ, পৃঃ ২৬৭-২৭০)।

সোনামণিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা

১২০. কথায় আছে, খালি পেটে জ্বল, আর ভরা পেটে ফল। ফল খাদ্য গ্রহণের আগে অথবা ২ ঘণ্টা পরে খাওয়া উচিত। খাবার পরে ফল খেলে পেটে গ্যাস ও টক্সিন তৈরি হয় *(আত-তাহরীক, অক্টো'১২)*।

১২১. নিরামিষ ভোজীরাই বেশী সুস্থ থাকেন। কারণ নিরামিষ : (ক) হাড় শক্ত করে (খ) ওযন নিয়ন্ত্রণ করে (গ) দাঁত সুস্থ রাখে (ঘ) ত্বককে সুন্দর করে (ঙ) পরিপাক প্রক্রিয়া সহজ করে (চ) কার্বহাইড্রেট এর ঘাটতি পূরণ করে। (ছ) ক্ষতিকারক দেহকোষগুলো (ডি-ট্রাজিফাইড) সব বের করে দেয় *(আত-তাহরীক, নভে'১১)*।

১২২. বাড়তি লবণ, পোড়া-মরিচ, চর্বিযুক্ত তেলে ভাজা যে কোন খাদ্য শরীরের জন্য ভীষণ ক্ষতিকারক।

১২৩. বুকে ব্যথা হলে প্রতিদিন সকালে কমপক্ষে ২ সপ্তাহ মধুর সঙ্গে লবণের গুড়া মিশেয়ে খেলে ব্যথা সেরে যাবে।

১২৪. দাঁত ও দাঁতের মাড়ি সুস্থ রাখতে নিমের ডাল দিয়ে নিয়মিত দাঁত মাজা উচিত।

১২৫. খোশ-পাঁচড়ার দাগে মাখন মালিশ করলে দাগ সেরে যাবে।

১২৬. রাতকানা রোগ হলে কচুশাক, লাল শাক, পুঁইশাক, কলমি শাক, ডাটা শাক, গাজর ও টমেটো ইত্যাদি খাওয়া উচিত।

১২৭. শরীরের যে কোন ঘায়ে, পোড়া ঘায়ে, জিহ্বা ও মুখের ঘায়ে মধুর প্রলেপ দিলে সেরে যায়।

- চলবে

গল্পে জাগে প্রতিভা

(১)
কাঠুরে ও বানর

আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সোনামণি পরিচালক, রাজশাহী মহানগর।

একটি বানর একজন কাঠুরেকে দেখল যে, সে ঘোড় সওয়ারীর ন্যায় কাঠের উপর বসে দু'টি পেরেক দ্বারা কাঠ কাঠছে। যখন সে একটি পেরেক গাড়ে তখন অপরটি উঠিয়ে নেয়। এভাবে সে কাঠ কাটতে কাটতে সামনে অগ্রসর হয়। কাঠুরে বিশেষ প্রয়োজনে যখন বাইরে গেল, তখন বানর তার স্থানে চলে এসে এমন কিছু কাণ্ড ঘটালো যা তার কাজ নয় এবং যা তার জন্য শোভনীয়ও নয়। অতঃপর সে কাঠের উপর বসে একটি পেরেক তার পিঠের পিছনে রাখল। যার ফলে তার লেজ কাঠের ফাঁকের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এরপর সে দ্বিতীয় পেরেক তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগল। যখন দ্বিতীয় পেরেকটি তুলে ফেলল, তখনই দু'টি তক্তা পরস্পর মিলে গেল এবং বানরের লেজ ফাঁকে আটকা পড়ল। যার ফলে সে যন্ত্রণায় বেহুঁশ হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে কাঠুরে চলে আসল এবং পিটিয়ে তাকে আরো শাস্তি দিল।

শিক্ষা : ১. *অতি চালাকের গলায় দড়ি।*
২. *নিজের কাজ নিজে করা উচিত, অন্যের কাজ নয়।*

(২)
মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য

আব্দুর রউফ
উপর বিল্লী, মুহাম্মাদপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

এক এলাকায় মুদাব্বির নামে এক রাজা ছিল। তার শক্তি ছিল আকাশ চুম্বি। মিথ্যা লোভ দেখিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে সম্পদ আত্মসাৎ করা ছিল তার অভ্যাস। তার সম্পদ আত্মসাতের কৌশল ছিল গল্প শোনার মাধ্যমে। একবার রাজা রাজ্যে ঘোষণা দিল, যে আমাকে নতুন ও সত্য গল্প শোনাতে পারবে আমি তাকে অর্ধেক রাজ্য লিখে দিব। কিন্তু গল্প যদি আগে থেকে জানা থাকে, তাহলে পুরস্কার তো পাবেই না; বরং শাস্তি স্বরূপ তার সব সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া হবে। সম্পদ অর্জনের আশায় অনেকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করল। একের পর এক নতুন গল্প শোনানো শুরু হ'ল রাজাকে। কিন্তু রাজা যেই গল্প শোনে তার ব্যাপারে বলে, এটা আমার কাছে জানা ও পুরাতন গল্প। এতে সবাই অবাক! কেউ রাজাকে নতুন গল্প শোনাতে পারছে না। হঠাৎ করে অনুষ্ঠানের মধ্য থেকে এক যুবক বলে উঠল, আমি রাজাকে নতুন গল্প শোনাবো। অতঃপর সে বলল, রাজা মশায়! আজ থেকে একশত বছর আগে আমার বাবার দাদা আর আপনার দাদার মধ্যে সুম্পর্ক ছিল। কিন্তু আপনার দাদা ছিল হত দরিদ্র ও সম্পদ লোভী। এক পর্যায়ে আপনার দাদা আমার বাবার দাদার সম্পত্তিগুলো আত্মসাৎ করে নেয় এবং স্বীকারও করে। আর পরে ফেরত দিবে বলে ভোগ করতে শুরু করে। বলুন, এ গল্প আপনি শুনেছেন? রাজা ভাবল, যদি বলি এটা নতুন ও সত্য গল্প। এর আগে কখনও শুনিনি; তাহলে অর্ধেক রাজ্য হারাবো। আর যদি বলি, শুনেছি তাহলে পুরো রাজ্য হারাবো। অবশেষে রাজা উত্তর দিলেন, এটা নতুন ও সত্য গল্প যা আমি কখনও শুনিনি।

শিক্ষা : *ধোঁকাবাজরা ধোঁকা খায়। সত্যের জয় সর্বদায়।*

(৩)
হাতি ও বানর

ছাক্বিবুল ইসলাম
৮ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক গ্রামের পাশে একটি বন ছিল। সেই বনে বাঘ, ভালুক, হাতি, বানর ও অন্যান্য পশু-পাখি বাস করত। একদিন একটি হাতি গ্রামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল যে, একটি বানর গাছ থেকে একটি কুয়ায় পড়ে গেল। বানর বাঁচার জন্য সাহায্য চাইল। হাতিটি কুয়ার পাশে একটি দড়ি লাগানো বালতি দেখল। সে বালতিটির দড়ি ধরে কুয়ায় ফেলে দিল। অতঃপর বানরটি বালতির ভিতরে বসলে হাতিটি দড়ি ধরে বানরসহ উপরে তুলল। বানরটি খুব খুশি হ'ল এবং সে হাতিটিকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, আমিও কোন দিন তোমার উপকারে আসতে পারি। অনেক দিন পর একবার হাতির পায়ে কাঁটা ফুটল। এতে হাতিটি হাঁটতে পারছিল না। তারপর বানরটি দাঁত দিয়ে হাতিটির পা হতে কাঁটা তুলে দিল। হাতিটি আনন্দে নাচতে শুরু করল। এতে হাতি ও বানর দু'জনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেল।

শিক্ষা : ১. *ভাল কাজের প্রতিদান ভালই হয়।* ২. *উপকারীর উপকার স্বীকার করা ও তার প্রতিদান দেওয়া উচিত।*

অজানা কথা

সংগ্রহে : *আব্দুল হাফীয*
বানাইপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

কাগজ এক ধরনের অত্যন্ত পাতলা বস্তু বা উপাদান, যা সাধারণত লিখতে এবং চিত্র অঙ্কনে ব্যবহার করা হয়। লেখা ছাড়াও কাগজের ওপরে লেখা ছাপানো হয় এবং কোন দ্রব্যের মোড়ক হিসাবেও কাগজ ব্যবহার হয়। প্রধানত কাঠ, বাঁশ, ছেঁড়া কাপড়, ঘাস, পুরনো কাগজ ইত্যাদি কাগজ তৈরির প্রধান উপাদান।

আবিষ্কার :

বলা হয়, কাগজ এবং মণ্ড দিয়ে কাগজ প্রস্তুত করার উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন চীনের হান সাম্রাজ্যের চাই লুন। তবে চীনে খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে প্রত্ন তাত্ত্বিক কাগজ বা আধুনিক কাগজের উদ্ভব হয়েছিল। চিঠি, সংবাদপত্র ও বইয়ের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান শুরু হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী পরিবর্তন আসে এবং এর সাশ্রয়ী উপাদান হিসাবে কাগজ তৈরি করা উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন শিল্পরূপে আবির্ভূত হয়। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে কানাডিয়ান উদ্ভাবক Charles Fenert এবং জার্মান উদ্ভাবক Kellet যৌথভাবে কাগজ তৈরির মূল উপাদান হিসাবে কাঠের পেস্ট তৈরি করার মেশিন ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন। সবচেয়ে পরিচিত কাগজ তৈরির যন্ত্রের নাম ফরড্রিনিয়ার। ১৮০৩ সালে ব্রিটিশ দুই ভাই এ যন্ত্র তৈরি করেছিলেন, তাদের নামেই এ যন্ত্রের নামকরণ হয়েছে।

কাগজের প্রচলন :

কাগজের প্রচলন চীন থেকে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম বিশ্বের মাধ্যমে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে কাগজের উৎপাদন শুরু হয়। যেখানে সর্বপ্রথম পানিচালিত কাগজ উৎপাদনের কাগজকল ও কলকব্জা বা মেশিন আবিষ্কার এবং নির্মাণ করা হয়। ভারতে পুরাণকালে লেখাপড়া তালপাতা, কলাপাতা, সুপারি ও নারিকেল গাছের খোসা এবং অন্যান্য পত্রে লিখিত হত। এ জন্যই চিঠিকে 'পত্র' এবং পণ্ডিতদের ব্যবস্থাপত্রকে 'পাতি' বলে। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিখতে তাম্র ফলকে অথবা অন্য ধাতু ফলকে, কখনো কাষ্ঠ ফলকে অঙ্কিত করা হত। তখন কাগজকে আলেখ্য, পট এবং তুলট বল হত। সেই কাগজে রাজা ও মহাজনদের খাতা এবং হিসাব প্রভৃতি লেখা হত।

কাগজের বিকল্প উদ্ভাবন :

বিশ্ব এখন কাগুজে যুগের শেষ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে ট্যাবলেট, স্মার্টফোন দখল করে নিচ্ছে কাগজের জায়গা। তবুও কাগুজে বইয়ের মূল্য আছে। অন্তত পড়াশোনার জন্য তো কাগজ দরকার। এছাড়া কাগজ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে বিশ্বে বহু মানুষের কর্মসংস্থানও তৈরি হয়েছে। এক হিসাবে দেখা যায়, সারা বিশ্বে কাগজের পরিমাণ মেটাতে গিয়ে প্রতিবছর কাটতে হচ্ছে ৪০০ কোটি গাছ। হিসাবের দিক থেকে এ অঙ্কটা ভয়াবহ। এ কাগজে নির্ভর সব কিছুই বন্ধ করে দিতে চান পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। তাদের মতে, এ কাগজ বন্ধ করলে বিশ্বের বহু বন ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাবে। এক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম উডি হুয়ারালসন। তিনি একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করান। নাম প্রেইরি পাল্প পেপার। কানাডানির্ভর এ প্রতিষ্ঠানটি চেষ্টা করছে নতুন পদ্ধতিতে কাগজ উদ্ভাবনের। এতে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হবে ৮০ ভাগ হুইট স্ট্র মণ্ড।

হাতে তৈরি কাগজ :

সুদূর অতীতে প্রাচীন মিসরে প্যাপিরাস নামক নলখাগড়া থেকে কাগজ তৈরি হত। তবে সেই প্রাচীন কাগজ এবং বর্তমান কাগজের

মধ্যে রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। মেশিনে যেমন নানা ধরনের কাগজ তৈরি হয় তেমনি কিছু কাগজ হাতেও তৈরী করা হয়। রং ও ডিজাইনের হুয়াঙমেড পেপার। নানা রং ও ডিজাইনের হুয়াঙমেড পেপার বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এসব কাগজ মেশিনে তৈরী কাগজের মত পাতলা ও মসৃণ হয় না। এবড়োথেবড়ো যমীনের এই মোটা কাগজগুলো অ্যামবুস পেপার নামেও পরিচিত।

পুনর্লিখন কাগজ উদ্ভাবন :

কালি ও কাগজের দিন বুঝি শেষ হয়ে এল। কেননা এবার উদ্ভাবিত হয়েছে এমন এক কাগজ যাতে লিখতে কালি তো লাগবেই না উল্টো পূর্বের লেখা মুছে বারবার লেখা যাবে। ডেইলি মেইলের এক খবর অনুযায়ী- যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির গবেষকরা এ কাগজ উদ্ভাবন করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে হলেও রেজ্যুলেশনের কোন পরিবর্তন ছাড়াই এ কাগজে অন্তত ২০ বার পুনর্লিখন করা যাবে। উদ্ভাবকরা জানান, রেডক্স ডাই ব্যবহার করে তৈরি এ কাগজে আলট্রাভায়োলেটের লাইটের সাহায্যে লেখা হবে। এ জন্য অন্তত ১১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রয়োজন হবে। অবশ্য সাধারণ প্রিন্টারেই ২০০ ডিগ্রী তাপমাত্রা উৎপাদন করা যায়। গবেষক দলের সদস্য ইয়াদং ইন জানান, এ পুনর্লিখনযোগ্য কাগজে অতিরিক্ত কালির কোনো প্রয়োজন নেই। যাতে অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত সুবিধা রয়েছে। তার দল বর্তমান এ কাগজের লেখা অন্তত ৩ দিন পর্যন্ত রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে, যাতে সংবাদপত্রসহ অন্যান্য কাজে এ কাগজ ব্যবহার করা যায়। এছাড়া বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক করতে এক কাগজকে ১০০ বার পুনর্লিখনযোগ্য করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

ক বি তা গু চ্ছ

উঠবে তুমি সোনামণি

মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
জলাই ডাংঙ্গা, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উঠবে তুমি সোনামণি সবার জাগার আগে
তোমায় দেখে সবার মনে শান্তি যেন জাগে।
ছালাত শেষে পড়বে কুরআন নিত্য সকাল সাঁঝে
আলোর প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবে পাড়া পড়শীর মাঝে।
সমাজ থেকে সকল যুলুম করবে তুমি দূর
আঁধার কেটে সবার মাঝে আনবে আলোর সুর।
ধনী গরীব সবার মাঝে থাকবে হয়ে আপন
সুখে দুঃখে সবার সাথে করবে জীবন-যাপন।
নিয়মিত সকল কাজ করবে তুমি ঠিক
জ্ঞানের আলোয় ভরে দেবে তোমার চতুর্দিক।

নীতিবাক্য ৫টি

মুহাম্মাদ ছিয়াম
৭ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আল্লাহ্র উপর ভরসা করি সকল অবস্থায়,
পরকালে হাঁটবো মোরা জান্নাতের রাস্তায়,
সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে রাসূলকে গ্রহণ করি,
তাঁর বিপথে চলবে যে জন জাহান্নামের খড়ি।
সৎ ও চরিত্রবান হয়ে উঠবো মোরা গড়ে
আল্লাহ্র পথ চিনবো মোরা কুরআন হাদীছ পড়ে।
ন্যায়ের আদেশ করব পালন, অন্যায়ের নয়,
অন্তরে মোদের আছে গাঁথা আল্লাহ্র ভয়।
যদি মোরা গড়তে পারি আদর্শ পরিবার,
তবেই মোরা হতে পরবো জান্নাতের দাবীদার।
দেশ ও জাতির সেবায় গড়বো সু-সমাজ
নীতবাক্য থাকলে মোদের হবে না অন্যায় কাজ।

মধুর আযান

শফীকুল ইসলাম
এম. এ. (ইসলামিক স্টাডিজ)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মধুর সুরে কানে আসে আযানটা
আযান শুনে ভরে মুমিন পরাণটা।
অজুহাতের সুযোগ ভুলে
মুক্তি পেতে লড়ি,
জান্নাতের পথ সুগম করতে
ছালাত কায়েম করি।
আযান শুনে জানি সবার
হৃদয় আকুল লাগে,
প্রভুর ডাকে দিতে সাড়া
ভীষণ ইচ্ছে জাগে।
সেই আযানের সুর ছুঁয়ে যায় মনে,
মনের মাঝে লাগে দোলা
তাইতো এমন ক্ষণে।
আযান শুনে পাগলপারা
এমন ধ্বনি আযান ছাড়া
কোনখানে নাই,
অলসতা থাকবে কেন?
থাকতে জীবন মুক্তি চেনো
খেয়াল রাখো ভাই।

ইচ্ছা

মুহাম্মাদ সা'দ
৩য় শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আজ আমরা সোনামণি,
কালকে হব বড়।
সমাজের অন্ধকার দূর করে
আনব আমরা আলো।
কুরআন হাদীছ পড়ে আমরা
জীবনটাকে গড়ব,
হক্বের পথে টিকে থেকে
সত্য পথে লড়ব।

মায়ের আদেশ

হাবীবুর রহমান
দশম শ্রেণী, দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ
মাদরাসা, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

আমার মায়ের আদেশ
মিথ্যা বলা বারণ,
সত্য টাকে বুকের ভেতর
করতে হবে ধারণ।
জেনে রেখো মিথ্যা হল
সকল পাপের মূল,
চলার পথে সকল কাজে
সত্য ফোটায় ফুল।
সত্য হল আলোর দিশা
মিথ্যা বলা শয়তানের পেশা,
ছাড়তে হবে সে পথ
ধারণ কর কুরআন সুন্নাহ মত।

ফাঁসি

আফযাল হুসাইন
হেয়াতপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

পত্রিকা পড়ে কেঁদে উঠি হায়রে আমার দেশ!
দর্জি বেটার ছুরিকাঘাতে সুরাইয়ার জীবনশেষ।
অপরাধ কী বলতে পারো ছোট্ট এই ফুলের?
মেয়ে হয়ে জন্মানো কি অনেক বড় ভুলের?
অষ্টম শ্রেণীতে পড়তো সে মেধাবী ছিল বটে
পথে-ঘাটে করত জ্বালাতন ঐ দর্জি বখাটে।
অভিমানে আড়ি দিয়ে চলে গেল ফুল
আত্মহারা দিশেহারা, নেইতো মায়ের কূল।
দেখতে যদি চাও সবাই ফুলের মুখে হাসি
অবিলম্বে দিতে হবে ঐ দর্জি বেটার ফাঁসি।

একটি ঝড়ের রাতে

নাজমুল হুদা
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

একটি ঝড়ের রাতে
ঘুমিয়ে আছি কম্বল গায়ে কড়াই কাঠের খাটে।
হঠাৎ বৃষ্টি ঝড় বুকে থর থর
সাহস করে হাতটা দিয়ে জানালা করি ফাঁক
কে আছো গো বাঁচাও বাঁচাও শুধুই আর্তনাদ।
যায়না দেখা কোন কিছু শুধুই অন্ধকার
পাক-পাখালীর কণ্ঠ সুরে শুধু হাহাকার।
ওপর থেকে বজ্র আওয়াজ দিচ্ছে ভয়াল ডাক
বুকটা সবার দুরু দুরু ছাড়ছে বাঁচার হাঁক।
বজ্র আলো পড়লে দেখি সবই পরিষ্কার
হঠাৎ করে দৃষ্টি পড়ল জানালার ওপার।
বিড়াল মুখে বিড়াল ছানা বাঁচাবারী তরে
করছে চেষ্টা জীবন দিয়ে বাঁচাবে বাচ্চারে।
বিড়াল মায়ের মমতা দেখে উঠল কেঁদে মন
অঝর ধারায় ঝরতে লাগল আমার দু'নয়ন।
পড়ল মনে শিশু স্মৃতি কত যে কাহিনী
মা যে আমায় ডাকত বলে ওরে সোনামণি!
সেই মা আমার আছে এখন ভাঙ্গা কুটির তলে
যায় যে ভিজে সারা শরীর একটু বৃষ্টি হলে।
চায়না দিতে কষ্ট যে আর দিতে চায় মর্যাদা
জান্নাত লাভের আশায় সেবা করে যাব সর্বদা।
মায়ের ব্যথায় ব্যথিত হবে রাখবে না মাকে দূরে
এমন সন্তান কাম্য মোদের প্রতিটি ঘরে ঘরে।

জীবন গড়ার শপথ নাও
সোনামণিতে যোগ দাও

এ ক টু খা নি হা সি

রিক্সা ও পথচারী

মুহাম্মাদ মুবাশ্বের
৩য় শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

পথচারী : এই রিক্সাওয়ালা, হাসপাতালে যাবে?
রিক্সা চালক : উঠুন ভাই, ১০ টাকা লাগবে।
পথচারী : বলে কি? ঐ তো হাসপাতাল দেখা যায়; আর ১০টাকা লাগবে!
রিক্সা চালক : এখান থেকে তো চাঁদও দেখা যায়। আপনি কি ১০ টাকা দিয়ে চাঁদে যেতে চান?
পথচারী : তুমি ঠিকই বলেছ ভাই।
শিক্ষা : *শুধু বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখেই সবকিছু মুল্যায়ন করা যায় না; বরং গুণ, মান ও ব্যবধানের ভিত্তিতে মুল্যায়ন করতে হয়।*

ছেলে ও পিতা

আবু আব্দুল্লাহ
সন্তোষপুর, শাহমখদুম, রাজশাহী।

পিতা : তুমি এখন কোন বিষয় পড়ছ আব্দুল্লাহ?
ছেলে : আমি এখন ভূগোল পড়ছি আব্বু।
পিতা : তাহলে বলতো গাইবান্ধা কোথায়?
ছেলে : কেন আমাদের গোয়াল ঘরে!
শিক্ষা : *প্রশ্নের সঠিক উত্তর না জেনে শুধু অনুমান ভিত্তিক উত্তর দেয়া ঠিক নয়।*

শিক্ষক ও ছাত্র

ফাতেমা
উপযেলা পিপারেটিব কারেক টরিট স্কুল
বাগাতিপাড়া, নাটোর।

শিক্ষক : তোমার মোবাইল নম্বরটি দাও তো।
ছাত্র : এই নিন স্যার, ১৯১১২৫৬৬২৮।
শিক্ষক : মোবাইলের নম্বর হতে হলে তো প্রথমে (০) শূন্য লাগে।

ছাত্র : স্যার, আপনি তো গতকাল ক্লাসে বলেছেন, বামে শূন্যের কোন দাম নেই।

শিক্ষা : *ক্ষেত্র বিশেষে কথার প্রয়োগ হয়।*

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথোপকথন

মুমতায

৯ম শ্রেণী, মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

শিক্ষক : তারেক, ক্লাসে অনুপস্থিত থাক কেন?

ছাত্র : স্যার, আমার মাদরাসায় আসতে ইচ্ছে করে না।

শিক্ষক : তাহলে তুমি কী করবে?

ছাত্র : কেন? চাকুরী করব স্যার।

শিক্ষক : পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে তুমি কী চাকুরী করবে?

ছাত্র : কেন? পাশের বাড়ীর তালহা তৃতীয় শ্রেণীতে, পড়ে ওকে পড়াব।

শিক্ষা : *(১) সোনামণিদের ছোটবেলা থেকেই উন্নত চিন্তা চেতনা নিয়ে গড়ে উঠতে হবে। (২) যথোপযুক্ত জ্ঞানার্জনের পরেই চাকুরীর চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।*

সাপ দেখা

ইমতিয়ায মাহমূদ

৩য় শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন

১ম বন্ধু : জানো, আজ আমি Discovery চ্যানেলে একটি ২২ ইঞ্চি লম্বা কিন্তু খুব মোটা ও ভয়ংকর একটি সাপ দেখেছি। তুমি কি দেখেছো?

২য় বন্ধু : ইস! তাহলে একটুর জন্য দেখা হল না।

১ম বন্ধু : কেন?

২য় বন্ধু : কারণ আমাদের টিভি ২১ ইঞ্চি।

শিক্ষা : *জ্ঞানের স্বল্পতা প্রকৃত বিষয় অনুধাবনের অন্তরায়।*

আমার দেশ

ঢাকা মহানগরীর ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন :

১. পদ্মা : রমনা থানার সম্মুখে
২. মেঘনা : রমনা থানার সম্মুখে
৩. সুগন্ধা : মিন্টো রোড

মসজিদ :

১. বায়তুল মোকাররম : পুরানা পল্টন
২. শাহী মসজিদ : লালবাগ
৩. সাত গম্বুজ মসজিদ : মুহাম্মাদপুর
৪. তারা মসজিদ : আরমানিটোলা
৫. শায়েস্তা খান মসজিদ : মিটফোর্ড
৬. মূসা খান মসজিদ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৭. বংশাল জামে মসজিদ : বংশাল রোড
৮. নওয়াব বাড়ী মসজিদ : দিলকুশা, মতিঝিল

গমনাগমন কেন্দ্র :

১. হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর : কুর্মিটোলা
২. কমলাপুর রেল স্টেশন : কমলাপুর
৩. ঢাকা নদী বন্দর : সদরঘাট

গেট/তোরণ :

১. আসাদ গেট : মুহাম্মাদপুর
২. ঢাকা তোরণ : বনানী
৩. বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর গেট : ক্যান্টনমেন্ট
৪. সি.ও.ডি গেট : বনানী
৫. মীর জুমলা গেট (ঢাকা গেট) : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগার :

১. জাতীয় গ্রন্থাগার : আগারগাঁও
২. পাবলিক লাইব্রেরী : শাহবাগ
৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪. জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র : বঙ্গবন্ধু এভিনিউ

চিড়িয়াখানা :

১. ঢাকা চিড়িয়াখানা : মিরপুর

প্রাচীন কীর্তি :

১. বড় কাটরা : চকবাজারের দক্ষিণে
২. ছোট কাটরা : চকবাজারের দক্ষিণে
৩. আওরঙ্গবাদ দূর্গ : লালবাগ
৪. আহসান মঞ্জিল : ওয়াইজ রোড
৫. লালবাগ দুর্গ : লালবাগ
৬. নর্থব্রুক হল (লালকুঠি) : ফরাশগঞ্জ
৭. বর্ধমান হাউজ (বাংলা একাডেমী): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফোয়ারা :

১. বিজয় স্মরণী ফোয়ারা : বিজয় স্মরণী
২. শাপলা চত্বর ফোয়ারা : মতিঝিল
৩. সার্ক ফোয়ারা : কাওরানবাজার

বহুতল আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন :

১. বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন : মতিঝিল
২. জনতা ব্যাংক ভবন : মতিঝিল
৩. শিল্প ব্যাংক ভবন : মতিঝিল
৪. সেনাকল্যাণ ভবন : মতিঝিল
৫. বিসিআইসি ভবন : মতিঝিল
৬. বসুন্ধরা সিটি : পান্থপথ

বাঁধ :

১. বাকল্যাণ্ড বাঁধ : সদরঘাট
২. বিমানবন্দর রক্ষা বাঁধ : বিমান বন্দরের চারপাশে

আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হল, যেমন- তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে নিজের একটি আঙ্গুল ডুবিয়ে দেয়, অতঃপর সে লক্ষ্য করে দেখুক তা কি (পরিমাণ পানি) নিয়ে আসল' (মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৬)।

সাহিত্যাঙ্গন

ফররুখ আহমদ

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

জন্ম : ১০শে জুন ১৯১৮খ্রিস্টাব্দ
জন্মস্থান : মাগুরা যেলার মাঝআইল গ্রামে।
উপাধি : মুসলিম রেনেসাঁর কবি।
প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ-সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪)। 'পাখির বাসা' নামক শিশুতোষ কাব্যের জন্য কবি ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেছেন ১৯৬৬ সালে।
ফররুখ আহমদ প্রেসিডেন্সি পুরস্কার প্রাইড আর পারফম্যান্স লাভ করেন- ১৯৬০ সালে।
ফররুখ আহমদ কবিতার জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান-১৯৬০ সালে।
ফররুখ আহমদকে মরণোত্তর সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' প্রদান করা হয়-১৯৭৭ সালে এবং স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করা হয়-১৯৮০ সালে।
মৃত্যু : ১৯অক্টোবর, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে।
উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম :
কাব্যগ্রন্থ : সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২), নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১), হাতমে তাঈ (১৯৬৭)।
সনেট সংকলন : মুহূর্তের কবিতা (১৯৬২)।
শিশুতোষ গ্রন্থ : পাখির বাসা (১৯৬৫), নতুন লেখা (১৯৬৯), হরফের ছড়া (১৯৭০), ছড়ার আসর (১৯৭০), হে বন্য স্বপ্নেরা হাবেদা মরুর কাহিনী।
পাঞ্জেরী কবিতা সম্পর্কিত তথ্য :
'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যে মূলত ধনিত হয়েছে- মুসলিম গৌরব গাঁথা ও মুসলিম পুনর্জাগরণের বাণী।

মতামত ও প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : (১/১) ***ছেলে বা মেয়ের উপর কখন থেকে ছালাত ফরয?***

-আবু নাঈম, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : ছেলে বা মেয়ের উপর বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হ'লেই ছালাত ফরয হয়' *(তিরমিযী, আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৩২৮৭)*। ছালাত ইসলামের প্রধান স্তম্ভ যা ব্যতীত ইসলাম টিকে থাকতে পারে না। কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করার পরেই ইসলামে ছালাতের স্থান। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং এর উপর অবিচল থাক' *(ত্বোয়াহা ২০/১৩২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ 'সাত বছর বয়স হ'লেই তোমরা তোমাদের সন্তানদের ছালাতের নির্দেশ দাও। আর দশ বছর বয়স হ'লে তাদেরকে ছালাতের জন্য (ছালাত আদায় না করলে) প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও' *(আবু দাঊদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২, ছালাত অধ্যায়-৪ পরিচ্ছেদ-২)*। তাই আমাদের সোনামণিদেরকে সাত বছর বয়স থেকেই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে অভ্যস্ত করার নির্দেশ প্রদান করতে হবে এবং দশ বছর বয়স থেকেই ছালাতের জন্য শাসন করতে হবে।

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

পৃথিবীর দীর্ঘতম দশ নদী

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

নীল নদ পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী। ৬ হাযার ৬৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদ। আর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী হচ্ছে আমাজান নদী। একটি নদী কি পরিমাণ পানি প্রবাহিত করে তার ওপর ভিত্তি করেই বড় নদী নির্বাচিত করা হয়। সেই হিসাবে আমাজান নদী প্রতি সেকেণ্ডে ১ লাখ ৮০ হাযার কিউবিক মিটার পানি প্রবাহিত করে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী হিসাবে নিজের স্থান দখল করে আছে। তাহ'লে দেখা যাক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ১০টি নদীর সামান্য তথ্য উপাত্ত।

১. নীল নদের দৈর্ঘ্য ৬ হাযার ৬৫০ কিলোমিটার। ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, সুদান, উগান্ডা, তাঞ্জানিয়া, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, মিসর, কঙ্গো, দক্ষিণ সুদান ইত্যাদি দেশের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষে এসে মিশেছে ভূমধ্য সাগরে।

২. আমাজান নদীর দৈর্ঘ্য ৬ হাযার ৪০০ কিলোমিটার। ব্রাজিল, পেরু, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, ভেনিজুয়েলা, গিয়ানা ইত্যাদি দেশের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষে এসে মিশেছে আটলান্টিক মহাসাগরে।

৩. ইয়ানজটজ নদীর দৈর্ঘ্য ৬ হাযার ৩০০ কিলোমিটার। চীনের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষে এসে মিশেছে পূর্ব চীন সাগরে।

৪. মিসিসিপি নদীর দৈর্ঘ্য ৬ হাযার ২৭৫ কিলোমিটার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষে এসে মিশেছে মেক্সিকো উপসাগরে।

৫. দীর ইয়েনিসি নদীর দৈর্ঘ্য ৫ হাযার ৫৩৯ কিলোমিটার। রাশিয়ার ও মঙ্গোলিয়ার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষে এসে মিশেছে কারা সাগরে।

৬. ইয়োলো রিভার বা হলুদ নদীর দৈর্ঘ্য ৫ হাযার ৪৬৪ কিলোমিটার। চীনের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষে এসে মিশেছে বহাই সিতে।

৭. অব নদীর দৈর্ঘ্য ৫ হাযার ৪১০ কিলোমিটার। রাশিয়া, কাজাখস্তান, চীন, মঙ্গোলিয়া ইত্যাদি দেশের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষে এসে মিশেছে অব উপসাগরে।

৮. পারানা নদীর দৈর্ঘ্য ৪ হাযার ৮৮০ কিলোমিটার। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া, উরুগুয়ে ইত্যাদি দেশের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষে এসে মিশেছে রিওডিলা পালাটে।

৯. কঙ্গো নদীর দৈর্ঘ্য ৪ হাযার ৭০০ কিলোমিটার। কঙ্গো, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, অ্যাঙ্গোলা, তাঞ্জানিয়া, ক্যামেরুন, জাম্বিয়া, বুরুন্ডি, রুয়ান্ডা ইত্যাদি দেশের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষে এসে মিশেছে আটলান্টিক মহাসাগরে।

১০. আমুর নদীর দৈর্ঘ্য ৪ হাযার ৪৪৪ কিলোমিটার। রাশিয়া, চীন, মঙ্গোলিয়া ইত্যাদি দেশের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষে এসে মিশেছে সি অব অখোটস্কে।

অতি গুরুত্বপুর্ণ তিনটি জিনিস

জাওয়াদ হাসান খাঁন
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

১. তিনটি জিনিস ফিরিয়ে আনা যায় না
বন্দুকের গুলি, কথা ও রূহ।

২. তিনটি জিনিস পেরেশানীতে রাখে
হিংসা, অভাব ও সন্দেহ।

৩. তিনটি জিনিস থেকে দূরে থাক
মিথ্যা, অহংকার ও ঋণ।

৪. তিনটি জিনিস সম্মান নষ্ট করে
চুরি, চোগলখুরি ও মিথ্যা।

৫. তিনটি জিনিস ভেবে ব্যবহার কর
কলম, কসম ও কদম।

৬. তিনটি বিষয়কে সম্মান কর
পিতা-মাতা, উস্তায ও দ্বীনের বিধান।

পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে সম্পদ মনে করো।

(১) বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে।
(২) রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে।
(৩) দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে।
(৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে।
(৫) মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।

(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৭৪, সনদ হাসান ছহীহ)

রহস্যময় পৃথিবী

পৃথিবীর বিচিত্র ও ভয়ংকর কিছু জায়গা

সংগ্রহে : আসাদুল্লাহ আল-গালিব
পরিচালক সোনামণি, রাজশাহী মহানগর।

সাগর, পাহাড়, বন ও আকাশ ঘেরা এই পৃথিবীতে কত কিছুই না রয়েছে! কিছু কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলো দেখলে রোমাঞ্চকর, আশ্চর্যজনক ও অদ্ভুত বলে মনে হয়। আবার এমন কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলো দেখলে গা শিউরে ওঠে। আজ আমরা পৃথিবীর ভয়ংকর কিছু জায়গা সম্পর্কে জানবো।

খুনি হ্রদ :

সুন্দর এই পৃথিবীকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার জন্য হ্রদ বা জলাশয়গুলোর বিশাল ভূমিকা রয়েছে। অনেকেই অবকাশ যাপনের জন্য বেছে নেন হ্রদবেষ্টিত কোনো জায়গাকে। তবে ক্যামেরুনে রয়েছে এমন একটি হ্রদ যাতে অবকাশ যাপন তো দূরের কথা এর ২৩ মাইলের মধ্যে গেলেই মারা যেতে পারেন। স্থানীয়ভাবে এই হ্রদটিকে বলা হয় 'Killer Lake' বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায় 'খুনি হ্রদ'। তবে এর আসল নাম 'নয়োজ' (NYOS). ১৯৮৬ সালে এই হ্রদ থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর বুদবুদ বের হওয়া শুরু করে। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড সালফার ও হাইড্রোজেনের সাথে মিশে বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। সে সময় এই গ্যাসের প্রভাবে অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রায় ১,৭০০ মানুষ ও ৩,৫০০ গবাদিপশু মারা যায়। যারা বেঁচে ছিল তাদেরকেও দীর্ঘমেয়াদি কষ্টকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যেমন ক্ষত, টিস্যু পোড়া এবং শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতা প্রভৃতিতে ভুগতে হয়েছিল। এরপর থেকেই এই হ্রদটির নাম হয়ে যায় 'খুনি হ্রদ'। এ রকমটি হওয়ার কারণ হল, এটি একটি মৃত আগ্নেয়গিরি জ্বালামুখের পাশে অবস্থিত। এর উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হলেও এটি লাভায় পরিপূর্ণ এবং এর মধ্য থেকেই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়। পর্বতের এই অংশটি ওক পর্বতমালার অন্তর্গত যা ক্যামেরুনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত।

শ্যাম্পেন লেক :

নাম শুনে মনে করতে পারেন এই লেকে বোধহয় পানি থেকেই শ্যাম্পেন হয়।

আসলে তা নয়। এই লেকের পানি থেকে শ্যাম্পেন না হলেও এই লেকের পানি থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বুদবুদ বের হওয়ার ধরন অনেকটা শ্যাম্পেনের বোতল খোলার পর যে রকম বুদবুদ করে ভিতর থেকে শ্যাম্পেন বেরিয়ে আসে সেরকম। এ কারণে এটিকে শ্যাম্পেন লেক বলা হয়। এটি নিউজিল্যাণ্ডের Wai-O-Tapu তে অবস্থিত। Wai-O-Tapu জায়গাটি আবার রুটুরুয়াতে অবস্থিত। মাউরি ভাষা থেকে অনুবাদ করলে জানা যায় Wai-O-Tapu এর অর্থ হচ্ছে পবিত্র পানি অথবা রঙিন পানি আর রুটুরুয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে কাহুমাতামমিও, যিনি ছিলেন লর্ড মারিওর চাচা; যিনি এই অঞ্চলটি আবিষ্কার করেছেন। পুরো রুটুরুয়া অঞ্চলটিই তীব্রভাবে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি,পানি, বাষ্প এবং আরো বহু অদ্ভুত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে গঠিত ও পরিপূর্ণ।

বিয়ার লেক আরোরা :

শ্যাম্পেনের পরই আসছে বিয়ার লেক আরোরা। এই লেকটি আলাস্কায় অবস্থিত। আর আরোরা বলতে বুঝায় বিয়ার লেক এর আকাশের মনোরম রঙ্গিন আলোর খেলা। এটাকে উত্তরের আলো বা (Northan Light) ও বলা হয় । বিয়ার লেক আরোরা প্রকৃতির এক আশ্চর্য সৃষ্টি। আকাশের এই রঙ্গিন খেলাকে নিয়ে রয়েছে অনেক লোককথা। এর ইতিহাস হাযার বছরের পুরোনো। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে সূর্যের সাথে যখন পৃথিবীর চোম্বকক্ষেত্রের সংঘর্ষ ঘটে তখনি এই রহস্যময় আলোর উৎপত্তি হয় ।

নরকের দরজা :

ভয়ংকর এই জায়গাটি তুর্কমেনিস্তানের কারা-কুর মরুভূমির দারভাযা গ্রামের পাশে অবস্থিত। ১৯৭১ সালের তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি কোম্পানী গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধানের জন্য খনন কাজ চালায়। তখনই ঘটে এক বিশাল বিস্ফোরণ। বন্ধ হয়ে যায় গ্যাসক্ষেত্রটি। মারা যায় অনেক লোক। আর সৃষ্টি হয় বিশাল আগুনে ভরা বড় বড় গর্ত। আর এই বিশাল গর্ত থেকে ক্রমাগত নির্গত হচ্ছে মিথেন গ্যাস আর তার থেকে আগুন। এই আগুনের তাপ এত বেশি যে তার পাশে ২ মিনিটের বেশি দাঁড়ানো সম্ভব নয় কিছুতেই। আর এরপর থেকেই জায়গাটির নাম 'নরকের দরজা'।

Contents

রেসট্র্যাক পায়া :

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে মৃত্যু উপত্যকায় অবস্থিত এই জায়গাটি আমেরিকানদের কাছেই এক রহস্য। এই জায়গাটির সবচেয়ে রহস্যময় বিষয় হল এর বুকে ভেসে বেড়ানো পাথরগুলো। কিভাবে এই পাথরগুলো ভেসে ভেসে এসেছে তার কোনো কুলকিনারা কেউ করতে পারেনি। এই ভেসে বেড়ানোর কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে বায়ু প্রবাহ। শীতকালে যখন এই মরুভূমিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তখন racetrack playa প্রচুর পিচ্ছিল হয়ে যায় । তখন প্রবল বায়ু প্রবাহের ফলে পাথর গুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় জায়গায়ান্তর করে।

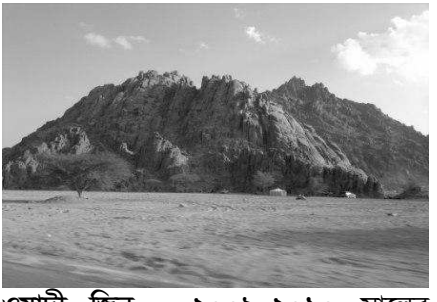

ওয়াদী জ্বিন : ২০০৯-২০১০ সালের দিকে সৌদী সরকার এই ওয়াদী জ্বিন নামক জায়গা দিয়ে একটি রোড বানানোর পরিকল্পনা করে। কিন্তু কাজ ত্রিশ কিলোমিটার পর্যন্ত করার পর সমস্যা শুরু হয়। হঠাৎ দেখা যায় কাজ করার যন্ত্রপাতি আস্তে আস্তে মদীনা শহরের দিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যাচ্ছে। যেন কেউ যন্ত্রপাতি গুলো মদীনার দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কে পাঠাচ্ছে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। পিচ ঢালাই করার জন্য বড় বড় রোলার গাড়ি গুলো বন্ধ থাকলেও আস্তে আস্তে উপর দিকে উঠতে থাকে এবং মদীনা শহরের দিকে নিজে নিজে চলতে শুরু করে। শোনা যায় এমন কি পেপসির বোতল, পানির বোতল এবং যে পানি রাস্তায় ফেলানো ছিল সেগুলোও নিচের দিকে না গিয়ে উপরে মদীনার দিকে যাওয়া শুরু করে। এই সব দেখে কর্মরত শ্রমিকরা ভয় পেয়ে যায়। তারা কাজ করতে অস্বীকার করে। রাস্তাটির কাজ যেখানে বন্ধ করা হয় সেখানে চারিদিকে বিশাল বিশাল কালো কালো পাহাড়। ওখানেই শেষ মাথায় গোল চক্করের মতন করে আবার সেই রাস্তা দিয়েই মদীনা শহরে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সৌদী নাগরিকরা সহজে কেউ এই জায়গাটিতে যেতে চায় না। ওয়াদী জ্বিন জায়গাটির মদীনার আল বায়দা উপত্যকায় অবস্থিত। উপত্যকাটি মসজিদে নববীর উত্তর পশ্চিম দিকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

স্নেক আইল্যান্ড :

ব্রাজিলের স্নেক আইল্যান্ড। চার লাখ ৩০ হাযার বর্গমিটার আয়তনের দ্বীপটিতে বছরের পর বছর ধরে রাজত্ব করে চলেছে গোল্ডেন ল্যান্সহেড নামের ভয়ংকর বিষধর এক প্রজাতির সাপ। প্রচলিত আছে, দ্বীপটির প্রতি বর্গমিটার এলাকায় পাঁচটি করে সাপের দেখা মেলে। ব্রাজিলের নৌবাহিনী এ দ্বীপটিতে সাধারণের চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

শ্বেত মরুভূমি :

মিসরের ফারাফ্রা মরুদ্যানের ৪৫ কিলোমিটার উত্তরে এই শ্বেত মরুভূমিটি অবস্থিত।

মরুভূমিটিকে দেখে অবাস্তব মনে হলেও এটিই বাস্তব। অনেক বছর আগে সাহারা মরুভূমি পানির নিচে ডুবে ছিল। সে সময় সাহারা মরুভূমির একটি অংশে খড়িমাটি জমতে থাকে। খড়িমাটি জমতে জমতে একসময় এই অংশটুকু পানির উপরে ভেসে ওঠে। জমে থাকা এই খড়িমাটি থেকেই এই শ্বেত মরুভূমির সৃষ্টি।

দেশপরিচিতি

ইরাক

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত

সাংবিধানিক নাম : রিপাবলিক অব ইরাক।

রাজধানী : বাগদাদ।

আয়তন : ৪,৩৭,০৭২ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ৩ কোটি ১৫ লক্ষ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ২.২%।

ভাষা : আরবী ।

মুদ্রা : ইরাকী দীনার।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৭৪%।

মুসলিম হার : ৯৯%।

মাথাপিছু আয় : ২৮১৪ মার্কিন, ডলার (সূত্র : বিশ্বব্যাংক ২০০৯)।

গড় আয়ু : ৬৮.৫ বছর।

স্বাধীনতা লাভ : ৩রা অক্টোবর ১৯৩২।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ২১শে ডিসেম্বর ১৯৪৫ সাল।

জাতীয় দিবস : ১৪ই জুলাই।

সোনামণি সংগঠন-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি ও তদনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

যেলা পরিচিতি

মানিকগঞ্জ

যেলাটি ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত

প্রতিষ্ঠা : ১৯৮৪ সালে।

আয়তন : ১,৩৭৯ বর্গ কিলোমিটার।

স্বাক্ষরতার হার : ৪১.০২%

উপযেলা : ৭টি। মানিকগঞ্জ সদর, শিবালয়, সাঁটুরিয়া, ঘিওর, সিঙ্গাইর, হরিরামপুর ও দৌলতপুর।

ইউনিয়ন : ৬৫টি।

গ্রাম : ১,৬৫২টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : পদ্মা, যমুনা, ধলেশ্বরী ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : ইমামপাড়া জামে মসজিদ, একচালা দুর্গ শিবালয়, মত্তের মঠ, রজনী ভবন, বাইমাইলের নীলকুঠি, ফোর্ট নগরের দুর্গ, বায়রা নীলকুঠি, মাচাইন মসজিদ, দত্ত-গুপ্তের বাসভবন, কাটাসগড় দুর্গ, ঢাকীজোড়ার দুর্গ, নবরত্ন মঠ, তেওতার জমিদার বাড়ী, তেওতার নীলকুঠি, বালিয়াটির জমিদার প্রাসাদ (সাঁটুরিয়া), ধানকোড়া জমিদার বাড়ী ইত্যাদি।

সোনামণি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকাল

১৯৯৪ সালে ২৩শে সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার।

সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্র

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়া।

আন্তর্জাতিক পাতা

পৃথিবীর পরিচিতি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

* আয়তনে পৃথিবীর ছোট দেশ
→ ভ্যাটিকান।

* জনসংখ্যায় পৃথিবীর বড় দেশ
→ চীন।

* জনসংখ্যায় পৃথিবীর ছোট দেশ
→ ভ্যাটিকান।

* পৃথিবীতে মোট রাষ্ট্রের সংখ্যা
→ ২৩৩ টি।

* পৃথিবীতে স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা
→ ১৯৫ টি।

* সর্বশেষ স্বাধীন রাষ্ট্র
→ দক্ষিণ সুদান।

* পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক দেশ
→ ১২২ টি।

* পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের নগরী
→ হ্যামারফাস্ট (নরওয়ে)

* পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষিণের নগরী
→পুয়োটো উইলিয়াম (চিলি)।

* পৃথিবীর সবচেয়ে সরু রাষ্ট্র
→ চিলি।

* পৃথিবীর ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র
→ ইতালি (কারণ ইতালির মধ্যে ভ্যাটিকান ও সান ম্যারিনো রাষ্ট্র অবস্থিত)

* পৃথিবীর খণ্ডিত রাষ্ট্র
→জাপান ও ইন্দোনেশিয়া।

* বিশ্বের অধিক সীমান্তবর্তী দেশ

→ চীন। ১৪টি দেশের সাথে সীমান্ত সংযোগ রয়েছে।

* পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ
→ চাঁদ।

* পৃথিবীতে মহাসাগর রয়েছে
→ ৫ টি। যথা : প্রশান্ত মহাসাগর, আটল্যান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর, ও দক্ষিণ মহাসাগর।

* পৃথিবীর বৃহত্তম সাগর
→ প্রশান্ত মহাসাগর। (১৬ কোটি ৬০লক্ষ বর্গ কি.মি)।

* পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাসাগর
→ আর্কটিক বা উত্তর মহাসাগর (১ কোটি ৫০ লাখ বর্গ কি.মি)।

* পৃথিবীর গভীরতম মহাসাগর
→ প্রশান্ত মহাসাগর।

সংগঠন পরিক্রমা

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৩রা সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর দারুল হাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬-এর **'সোনামণি রাজশাহী মহানগর'** কর্তৃক বাছাই পর্বের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগর পশ্চিম সাংগঠনিক উপযেলার সভাপতি মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন, অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'সোনামণি রাজশাহী মহানগর' এর সহ-পরিচালক আকমাল হোসাইন। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ আল রিয়াদ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ফরিদুল ইসলাম। সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন সোনামণি রাজশাহী মহানগর' এর পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করে মারকায এলাকার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ।

ভূগরইল পশ্চিমপাড়া, পবা, রাজশাহী ১০ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ ফজর ভূগরইল পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের

ইমাম মুহাম্মাদ ফরহাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরের পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সহ-পরিচালক আকমাল হোসাইন ও মধ্য-ভূগরইল মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে সোনামণি জাগরণী পরিবেশন করে ফাহমিদা খাতুন।

মধ্য-ভূগরইল, পবা, রাজশাহী ১০ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে ফজর মধ্য-ভূগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আবু হানীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরের পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সহ-পরিচালক আকমাল হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মধ্য-ভূগরইল শাখার অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আরাফাত হোসাইন ও জাগরণী পরিবেশন করে আনিকা খাতুন।

হেয়াতপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ১০ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ৮-টায় হেয়াতপুর হাফিযিয়া ও দারসে নিযামিয়া মাদরাসার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয আব্দুল খালেক্বের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক আব্দুল মুমিন ও হেয়াতপুর মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রিয়াযুল ইসলাম ও জাগরণী পরিবেশন করে আবু সাঈদ। অনুষ্ঠান শেষে হাফেয আব্দুল খালেক্বকে পরিচালক করে অত্র মাদরাসা সোনামণি শাখা গঠন করা হয়।

হেয়াতপুর মধ্যপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ১৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় হেয়াতপুর মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি শাহিনুর রহমান ও জাগরণী পরিবেশন করে সুলায়মান।

সোনাপুর, মহাদেবপুর, নওগাঁ ২৭শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১১টায় সোনাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি, মুহাম্মাদ আফযাল হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি, আশরাফুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. শাহিনুর রহমান ও অর্থ সম্পাদক মুতীউর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আবু হাসান ও জাগরণী পরিবেশন করে ইমরান হুসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র যেলার সোনামণি পরিচালক আব্দুর রহমান।

প্রাথমিক চিকিৎসা

শীতে ভাল থাকার ১০টি উপায়

সংগ্রহে : আলেয়া আক্তার
ধামিন পাবুড়িয়া, মোহনপুর, রাজশাহী।

শীত মানেই শুষ্কতার কাল। শীত এলেই মানুষের ত্বক রুক্ষভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শীত নিবারণের পাশাপাশি ত্বকের সতেজতা ধরে রাখতে প্রয়োজন পড়ে বাড়তি যত্নের। নিয়মিত কিছু যত্ন নিলেই আপনার ত্বক আর শুষ্ক হবে না। শীতেও থাকবে সতেজ। চলুন জেনে নিই সেগুলো কী-

১. প্রয়োজন অনুসারে গরম কাপড় ব্যবহার করুন। শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলোকে ঢেকে রাখুন।

২. ত্বকে গ্লিসারিনের সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে মাখুন। সাইট্রাস ফল যেমন আপেল, কমলা, লেবু ইত্যাদির রস লাগিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। ত্বক সতেজ থাকবে।

৩. মুখে ভাল কোন কোল্ড ক্রিম ব্যবহার করুন। পাকা কলা, পাকা পেঁপে, সয়াবিনের গুঁড়ো অথবা ময়দা পেস্ট করে মুখে লাগান। ১০ থেকে ১৫ মিনিট রাখুন। এরপর কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ত্বকে মসৃণ ভাব আসবে।

৪. ভ্যাসলিন সঙ্গে রাখুন। ঠোঁট শুকিয়ে গেলেই ভ্যাসলিন মাখুন। ঠোঁটের শুষ্ক আবরণ টেনে তুলবেন না। জিভ দিয়ে বার বার ঠোঁট লেহন করবেন না। ঠোঁট ফাটা থেকে রক্ষা পেতে রাতে ঘুমাতে যাবার আগে মধু এবং গ্লিসারিন একসাথে মিশিয়ে ঠোঁটে লাগাতে পারেন।

৫. মেকআপ ত্বককে শুষ্ক করে ফেলে এবং ত্বকে হাইপার পিগমেন্টেশন করে, ফলে ত্বক কালো হয়ে যায়। তাই মেকআপ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন।

৬. শীতে মুখ ধোয়ার ক্ষেত্রে সাবানের পরিবর্তে ত্বকের ধরন অনুযায়ী ক্লিনজার ব্যবহার করুন। দুধ, ময়দা, এবং মিশ্রণ একটি ভাল ক্লিনজার যা আপনার ত্বককে আর্দ্রতা থেকে বাঁচাবে।

৭. বেশীক্ষণ রোদে থাকবেন না। রোদে বের হলে সানব্লকার বা সান প্রটেকটিং ফ্যাক্টর ২৫ বা তার বেশী ব্যবহার করতে পারেন।

৮. শীতে গোসলের সময় অত্যধিক গরম পানি ব্যবহার করবেন না। গরম পানি ত্বকের তেল শোষণ করে ত্বককে শুষ্ক করে তোলে। তাই গোসলের সময় ত্বকের জন্য সহনীয় কুসুম গরম পানি ব্যবহার করতে পারেন।

৯. আবহাওয়া শুষ্ক থাকায় এ সময় খুশকি বাড়ে। খুশকি কমাতে চুলের গোড়ায় হট অয়েল বা লেবুর রস ম্যাসাজ করতে পারেন। অথবা মেডিকেটেড শ্যাম্পু ব্যবহার করলে ভাল হয়। কিটোকোনাজল, অ্যালোভেরা বা টার শ্যাম্পু ব্যবহার করুন।

১০. প্রতিদিন ভোরে আধা গ্লাস কুসুম কুসুম গরম পানিতে এক চা চামচ মধু ও এক চা চামচ লেবুর রস মিশিয়ে পান করুন। আপনার ত্বক থাকবে লাবণ্যময়।

অন্যের সমালোচনায় তুমি খুশি না হয়ে বরং বাধা দাও। কেননা অগোচরে সে তোমারও সমালোচনা করবে।

ভা ষা শিং ক্ষা

তিন ভাষার সমাহার

সংগ্রহে : যয়নুল আবেদীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

দেহ

ফুসফুস- رِئَةٌ - Lung (লাং)
বুক- صَدْرٌ - Chest (চেস্ট)
বগল- إِبْطٌ –Armpit (আর্মপিট)
বাহু- ذِرَاعٌ –Arm (আর্ম)
ভ্রূ- حَاجِبٌ - Eye-brow (আইব্রাউ)
মস্তিষ্ক- مُخٌّ - Brain (ব্রেইন)
গোশত - لَحْمٌ - Flesh (ফ্লেশ)
মাঢ়ী- لِثَةٌ - Gum (গাম)
মাথা- رَأْسٌ - Head (হেড)
মুখ- فَمٌ - Mouth (মাউথ)
মল- غَائِطٌ- Stool (স্টূল)
মুখমণ্ডল- وَجْهٌ - Face (ফেইস)
পেশাব - بَوْلٌ – Urine (ইউরিন)
মেরুদণ্ড - عَمُوْدٌ فَقْرِيٌّ Bock-bone (ব্যাকবৌন)
যকৃত - كَبِدٌ - Liver (লিভার)
রক্ত- دَمٌ - Blood (ব্লাড)
রগ- عِرْقٌ - Vein (ভেইন)
শিকনী –مُخَاطٌ- Nasal mucus (নেইজল্ মিউকাস)
শ্বাস - نَفَسٌ - Breath (ব্রেথ্)
স্তন - ثَدْيٌ - Breast (ব্রেস্ট)
স্বাস্থ্য- صِحَّةٌ - Health (হেল্থ)
লোম - وَبَرٌ - Hair (হেয়ার)

কুইজ

১. 'যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাকে কী থেকে বঞ্চিত করা হয়?
উ:...
....

২. জাহান্নামীদের শাস্তি প্রদানের জন্য দুনিয়ার আগুনের সাথে আর কত গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে?
উ:...

৩. পানাহারের সময় সালাম দেওয়া যাবে কী?
উ:...

৪. কত বছর বয়সে থেকে ছালাতের নির্দেশ দিতে হবে?
উ:...

৫. পৃথিবীতে স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা কত?
উ:...

৬. ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করা কী?
উ:...
....

৭. জন্ম বার্ষিকী ও মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা যাবে কী?
উ:...
....

৮. ইরাকে অমুসলিমের হার কত?
উ:...

৯. সোনামণি সংগঠনের বর্তমান পরিচালকের নাম কী?
উ:...

১০. সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১৬ এটি কত তম সম্মেলন?
উ:...

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ২০ ডিসেম্বর ২০১৬।**

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

১. মানুষের ভিতরকার অনুশীলিত কৃষ্টির বাহ্যিক পরিশীলিত রূপকে বলা হয় সংস্কৃতি **২.** ৪টি। মুহাররম, রজব, যুলক্বা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ **৩.** বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হয় **৪.** ১০০ শত বার **৫.** শী'আ আমীর আহমাদ বিন বূইয়া দায়লামী ওরফে 'মুইযযুদ্দৌলা' **৬.** ৩ বার। 'নিশ্চয়ই তা অতি তৃপ্তিদায়ক, নিরাপদ ও উত্তম' **৭.** ফালাক্ব ও নাস **৮.** ১৯৭৪ সালে

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : আব্দুল হালীম, ৭ম শ্রেণী
ঝিনা দাখিল মাদরাসা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

২য় স্থান : আফসানা, ৬ষ্ঠ শ্রেণী, মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : সা'দ আল-মামূন, ৩য় শ্রেণী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
দ্বি-মাসিক সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭২৬-৩২৫০২৯

নাম : .....
প্রতিষ্ঠান : .....
শ্রেণী : .....
ঠিকানা : .....
.....
মোবাইল নং .....

লালা - لُعَابٌ- Saliva (স্যালাইভ্যা)
রোগ - مَرَضٌ - Disease (ডিজীজ)
শরীর - جِسْمٌ - Body (বডি)
হাঁটু - رُكْبَةٌ - Knee (নী)
হাড় - عَظْمٌ - Bone (বৌন)
হাত - يَدٌ - Hand (হ্যান্ড)
হাতের তালু - كَفٌّ - Palm (পাম)
হৃৎপিণ্ড - قَلْبٌ - Heart (হার্ট)
হাসি- ضَحْكٌ - Laugh (লাফ)
হাই- تَثَاؤُبٌ - Yawn (ইয়ন)

লেখা আহ্বান

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাঁসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান : 'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাঃ ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭